যোগীন্দ্রবেশ।

অর্থাৎ

পারসি গ্রন্থের অন্তর্গত ভাব হইতে

বাঙ্গালা তরজমা

পয়ারাদি ছন্দে প্রকাশ্য হইয়া

বাঙ্গিয়া পরগনায়ঃ নেকরাহাটী বাসিনা

শ্রীসৃষ্টিধর ভট্টাচার্য্য

কর্ত্তৃক প্রণীত

কলিকাতা।

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮৫ সংখ্যক

ভবনে ষ্টান্হোপ যন্ত্রে যন্ত্রিত।

অয়নাংশ ২০।২৪।৩৬

সম্বৎ ১৯১৬।

সাক্ষরিক মূল্য ছয় আনা।

ভূমিকা

শ্রবণ করুণ একদা পাদসা বালা বিরহে বিহ্বল হইয়া পঞ্চদিন অনশনে দিবাবসানে স্বীয়বদনে সলিলপ্রদান করতঃ রমণীয় উদ্যানে বহু সখীগণ সমভিব্যাহারে একপান্নাবেষ্ঠিত রত্ননির্ম্মিত উচ্চতর আসনে উপবিষ্ট হইয়াস্বীয় অন্তরের কথা অব্যক্ত রূপে সখীদের প্রতি ব্যাক্ত করিতেছেন। বলিতেছেন কোথা কোথায়গো সখীগণ আঃ তোরা বড় বিরক্ত কচ্চিস হাঁ। তা হতে পারে অনেকেই তো এই কথা কয় যে কুকর্ম্মান্বিত বিধি হইলে বাঁদীর বশতাপন্না হয়। ওগো আমায় তাই ঘটেছে। আর বা কিহয়, শ্রবণান্তে সখীতে সখীতে বলাবলি কচ্চে। দেখগো দেখ ঐ শোনগো মেয়ে আবার কি খেয়াল দেখিয়া উঠিলেন। কি আজ্ঞা গো সাজাদি ও বিনোদিনী উজ্জলবরণী বলবল আজ্ঞাকরুণ আমরা সকলে তব চতুঃপার্শ্বে বেষ্টিতা আছি।

আপনি যে স্তুতি করেন আমরা সকলে শুনিতে পাইতেছি, আমাদের শ্রবণ পথ তো বধির হয় নাই। তবে শোন শোন নিকটস্থ হও, আজ্ঞাকরুণ গো দেখ আমি যে বিচ্ছেদ সাগরে নিমগ্না আছি কিন্তু ত্রিজগতে আমার মত বিরহ তাপে তাপিত অনেকেই হইয়াছিল। তাহা শ্রবণ কর দেখি, প্রথমতঃ দেখ দেখি যে ঈশানের উগ্র অক্ষ কটাক্ষ কোপানলে কন্দর্প ভস্মরাশি হইবাতে রতি পতীর বিচ্ছেদে দানব গৃহে সৈরিন্ধ্রী রূপে কাল যাপন করিয়া ছিলেন। আর দেখ বৃন্দাবন বিপিনে ভগবান গোপাল বেশে অবতীর্ণ কালে তৎকালে চতুরানন বিরিঞ্চি গোবৎস হরণ করত ভগবানের শাপগ্রস্ত হইয়া যবন বংশে কাজিরগৃহে কিয়ৎকাল যাপন করেন। পরে প্রভু করুণাময় অবতীর্ণ হইয়া পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে মুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার সমাধি অদ্যাপি বিদিত আছে। সে যাহা হউক তৎকালে ব্রহ্মাণী বিচ্ছেদে কিপর্য্যন্ত না করিয়াছেন আর দেখ দেবরাজ ইন্দ্র

মুনি শাপে মাজ্জার বশে ...রাজ গৃহে কিয়ৎকাল অতি বাহিত করিয়াছেন। কিন্তু তৎকালিন ইন্দ্রাণী বিরহ বিচ্ছেদে বিমনা হইয়া কত পরিতাপে তাপিত হইয়াছিলেন ঐ বিরহিনি পাদশা তনয়া এই কথা কহিতে কহিতে হা রাম রামেতি শব্দ করিয়া মৌনা-বলম্বনে রহিলেন। তৎপরে এই গ্রন্থের ভাব সমগ্র মর্ম্ম সন্ন্যাসীনী এবং সন্ন্যাসীর বদন নির্গলিত বাক্যে প্রকাশ করা গেল। আর পাঠকজনগণ সমীপে আমার প্রার্থনা এই যে মৎকৃত ক্ষুদ্র পুস্তক খানি আমার অজ্ঞাত্ সারে কোন ব্যক্তি প্রকাশ করিলে নৃপতিসদনে শাসনীয় হইবেন।

(সাক্ষরিক মূল্য ৵০ ছয় আনা মাত্র)।

গণেশ বন্দনা।

রাগিণী ইমন: তাল তিওট।

বিঘ্ননাশ করো বিঘ্নরাজ, [illegible] হতেছে
মনে সিদ্ধ করো কাজ।

অঙ্গের ভূষণ সজ্জা, অজানু লম্বিত ভুজা,
আহা কিবা সুন্দর সুসাজ॥

বেদেবলে তুমিত্রহ্ম, তুমি কেন জপ ব্রহ্ম,
সদা থাকো দেবতা সমাজ।

তুমিহে যোগেন্দ্রমণি, যোগেতেনাপায়মুনি
দিনমণি চরণে পায় লাজ॥

দেখি যোগারূঢ়ো ভাবো, কি ধিয়ানে
কারে ভাবো, তুমিহে জ্ঞানের অভাবো,
ওহে যোগীরাজ।

গণপতি ভক্তিরসে, দ্বিজ হস্তিধর ভাষে,
ভট্টাচার্য্যে নাদেও কাল ব্যাজ॥

যোগীন্দ্রবেশ।

মন্ত্রিনন্দিনীর সন্ন্যাসীনীর বেশ
ধারণের বিবরণ।

রাগ কেদার তাল ঠেপকা।

সোনা গায় শশিমুখি ছাই মাখিছে।
খুলে বেণী বিনোদিনী জটা ধরিছে॥
অলঙ্কার তেজে স্বস্তি, করে নরমালা অস্থি,
হেরে আক্ষ্য বিরূপাক্ষ লজ্জা পেতেছে।
যোগীণীর মুখোভ বাত, বলেহরে হরেনাথ
মৃগছালা জপমালা ভাল শোভিছে॥

দীর্ঘত্রিপদী। যোগীণী সাজিছে ধনী, মন্ত্রিকন্যা নিতম্বিনী, কাষিক্কা বসন পরিধান। ভস্ম করি গজ মতি, অঙ্গেতে মাখি বিভূতি, বুকে ধরে কাঁচলী নির্ম্মানা ... কন্থা রত্নের বেশ, আচ্ছাদন করে শেষ, পৃষ্ঠে জটা আকার পতিত। জরী উষ্ণী বাঁধি শীরে, বেষ্টিত অনেক চীরে, কি কহিব শ্রবণ বিস্তৃত॥ করি দুঃখ

মদ্য পান, লোহিত দুটী নয়ান, অনরং গাল্যে উত্তরী করেছে। স্ফাটীক রুদ্রাক্ষ মালা, কণ্ঠেতে করে উজ্জলা, ভেক বস্ত্র ঝুলী করিয়াছে॥ কর্ণেতে শঙ্খ কুণ্ডল, উজ্জ্বল চন্দ্রমণ্ডল, কটিতটে রাঙ্গা বহির্বাস। সিন্দূর ফোঁটা ললাটে, চিত্র করিয়াছে পটে, ঘ্রাণ দেয় বিল্লপত্র বাস। মুখেতে লেগেছে আভা, সুমেরুতে সূর্য্য প্রভা, অস্তাচল কালেতে যেমন। যেখানে যা শোভা পায়, ধণীর শোভিছে গায়, চোস্ত করি পরেছে বসন॥ একে তো সুন্দর কায়, ছাই ভস্ম লেপে তায়, বাহুমূলে জাপ্য মাল্য শ্রেণী। করে পাত্র করঙ্গিকা, হিল্লোলে বাহু লতিকা, সাজে প্রিয়ে নবীন যোগিনী॥ যেন স্থির মেঘমালা, এমনি সাজিছে বালা, ঢাকতে চায় অঙ্গের বরণ। ছাপান না যায় রূপ, রূপ হয় অপরূপ, বাড়ে রূপ সহজে দ্বিগুণ॥ পারা জারা শিবলিঙ্গ, হেরিয়ে সিহরে অঙ্গ, ভস্ম করি নিল হরিতাল। বিচ্ছেদ ত্রিশূল করে, ধণী বাম করে করে, ঘন ঘন বাজাইছে গাল॥ পঞ্চকন্যা ফল ধরে, পৃথক্ বাঁধে অম্বরে, অধিষ্ঠান পবিত্র আশন। মস্তকে জরী বিভূতী, অনুষ্ঠানে নাহি ত্রুটি, স্কন্ধে বীন করে সুশোভন॥ কি সাজিল চমৎকার, এমন না দেখি আর, অল্পকল্প নহে পূর্ণকল্প। হেরি যোগিনীর রঙ্গ, যোগী করে ধ্যান ভঙ্গ, জ্ঞান করে যেন কল্প কল্প॥ ঠাট্ বদরিকাশ্রম, গতি সাগর সঙ্গম, জঙ্গম মিলন মন ভাব। যোগিনী গমন পথে, যে দেখে

...ন গন্ধে, প্রাণ পথে হেরিয়ে ... ভাব ।। ধরিণ ...রিয়া বীন, চলে নবীন যোগী ... বিরাগিনী অধৈর্য্য ...নেছে। রূপবতী করে গতি ... যেন তড়িতের গতি, ...পনীত ঘোর নয়দানেতে ... প্রেমিক হেরিলে পরে, ...রক্ত পরে আঁকি ধারে ... যোগীর দেখিলে যোগ ভঙ্গ। ...দ্বিজ কয় হেরে ... উথলয়ে রস কূপ, যাবৎ না হয় ...চিত্ত ... ।।

যোগিনীর ময়দান মধ্যে গান বাদ্যের বিবরণ ॥

রাগিণী জয়জয়ন্তি তাল গয়রা ।

যদি হবিরে নির্ব্বাণ, সেই মহা শ্মশান
কাশীনাথের আনন্দ কানন ।
কার নাহি রাজধানী, ভৈরব দণ্ডপাণী
শূলধরি শূলপাণী, নাম করাণ শ্রবণ ॥

পয়ার।। প্রেম ভাব বহুল করিছে স্কন্ধে বীন। বসিল জঙ্গল মধ্যে আরম্ভিলা বীন ।। যোগিনী যে বাজাইছে যোগিয়া রাগিণী । শ্রবণে ধাইছে লোক কোলাহল শুনি ।। না জানে এমন স্বর না শুনি শ্রবণে । নিস্তব্ধ শুনিছে লোক আপন শ্রবণে ।। বন বন বরে স্বরে বাজাইছে বীন । আনন্দে শুনিছে সবে আনন্দের দিন ।। যাদের বীনের স্বর লাগিয়াছে কাণে । জ্ঞান হত হয়্যা তারা শুনিছে বিদ্যানে ।। বীন উপরেতে করে অঙ্গুলি

ক্ষেপণ। হেরে... সন্তোষ হয় সবাকার মন॥ এমেন ভঙ্গীতে বীন করিল ধারণ। হাতে প্রাণ নিল কাড়ি মন উচ্চাটন॥ ... করিল প্রাণ মন সবাকার। শ্রবণে সকল লোকে ... চমৎকার॥ বামা বাম-করে ধরি বাজাইছে তায়। যুবক যুবতি শোনে যে তার সে তার॥ আওলাদের ... উদ্ধভাগে গেল। পর্ব্বত নিম্ন হইয়া খর্ব্বতা হইল॥ ... নদীর জল শ্রোত নাহি বহে বেগে। শীতল হই... চন্দ্র সূর্য্য ভাগে॥ জীন্নার বক্তৃতা যাহা হাতে দেখাইছে। যোগ ভাঙ্গি যোগী সব ধাইয়া যাইছে॥ এই রীত নীত করে যথা তথা যায়। জঙ্গলে যাইয়া তথা দঙ্গল বসায়॥ শুক্লপক্ষ শেষ পক্ষ উজ্জ্বল কিরণ। বিছাইল চন্দ্রাতপ নির্ম্মল বসন॥ পরেতে মৃগনয়নী পাতে মৃগছাল। বসিল হাতেতে বীন বাজাইয়া গাল॥ যোগ মুদ্রা করি বৈসে পাতি দুটী জানু। অঙ্গুরী যৌবন অঙ্গে জলিছে কৃশানু॥ তবে ধনী জ্বালি ধুনী অনল জালিল। দুঃখ আরো হিয়ে তৃণ প্রস্তুত করিল॥ বাজায় কেদার রাগ তাল ধরে পায়। শ্রবণে সকল লোক করে হায় হায়॥ যেন পূর্ণিমার শশি বসেছে যোগিনী। হেরে হয় হতে ইচ্ছা সঙ্গেতে যোগিনী॥ তথায় মেদিনী আছে অচ্ছিন্ন বালিতে। চক মক করে কণা চন্দ্র কিরণেতে নক্ষত্র ফলেছে যেন ময়দান মধ্যেতে। বসিয়া বাজায় বীন মধ্যম স্থলেতে॥ শুনিয়ে বীনের গান পশু

... গণ। ধাইয়ে আইল ... নিকেতন।। ...পুষ্প বৃক্ষেতে আসি লাগিতেছে হাওয়া। অঙ্গ ...নি যোগিনীরে দিতেছে ...ছোঁয়া। এই রূপে তরঙ্গিনী রাগ রঙ্গ রসে ... ঘোষণা ঘুষিছে সবে পরিপূর্ণা যশে।। দ্বিতীয় প্রহর নিশি গগণে যামিনী শুনহ সন্দর্ভ আর সুখের কাহিনী।। ভট্টাচার্য্য বলে ওগো ...ন যোগিনী। ভূতলে মিলিল যেন চন্দ্রে।।

যোগিনীর ময়দান মধ্যে পুনর্গানারম্ভ এবং এক যোগীর আগমন।

রাগিণী খাম্বাজ তাল মধ্যমান ঠেকা।

ধুয়া। কোথা আয়গো শূলপাণির গৃহিনী। হবে আজি জগত বিনাস ধরেছেন শূল শূলপাণি।।

তেজেছেন রাম সে চক্রের আশ, সে চক্র শিব চক্রেতে গ্রাস, করিবেন হর যে সর্ব্ব গ্রাস, ওগো গ্রাস কাল বারিণী।।

...কাবলী। যোগিনী রাগিণী বাজায় বীন। প্রায় যায় যামিনী উদয় দিন।। আসিছে বসিছে ভৈরবী

যোগিনী ।। ম[illegible] করে দান গান রাগিণী ।। [illegible]ন রবে সবে গমন করি[illegible] আবাল বৃদ্ধ যুবতী যাইছে করেতে বীন ধারণ [illegible]য়া। সকলেরি প্রাণ লয় কাড়িয়া ।। পঞ্চমে [illegible] [illegible]দরা তারা। নিখাদ গান্ধার রেখাব তারা ।। অ[illegible]ৎ আসিছে দেখিতে পায়। তেজস্কর যেন দিবাকর [illegible] শিরে জটা ঘটা বিভুতি লেপা।। হাড় মাল ভাল যেমন ক্ষেপা।। স্কন্ধে করি এক নিশাদ শব। ঝঙ্কারে হুঙ্কারে ছাড়িছে রব।। নবীন যোগিনী যৌবনী হেরি। প্রেমেতে রাগেতে বহিছে বারি।। কে বালা এ বালা বিবাগিনী হয়ে। ভ্রমিছে কামিনী যোগিনী হয়ে।। কি ভাবে অভাবে নবীনা বালা। যে দেখি যোগিনী বিসম জ্বালা।। একে মরি আমি বিরহ তাপে। এ আর তাপিত কি তাপ তাপে।। কাঁচুলী বিজুলী ধরেছে বুকে। মেখেছে ছাই বিনোদ মুখে।। আহা মরি করে ধরে যে শূল। হেরিয়ে হৃদয়ে বিন্ধিল শূল।। ধরেছে করেতে জপেরি মালা। লইয়া ও মালা তেজি এ মালা।। যে দেখি পৃষ্ঠে জটার ভার। হইয়া দাস বহিবে তার।। ধরেছে ভেক ভেকেরি ঝুলী। ভিক্ষা দিয়া প্রাণ কাঁদে টৈ ঝুলী।। হেরিয়ে সিন্দুর ফোঁটা কপালে। লজ্জায় তপন যায় অস্তাচলে।। যোগিবর কহিছে শুনগো যোগিনী। [illegible]বর কহিছে বল গো কাহিনী।।

যোগিনীর সহিত যোগীর প্রথম কথোপকথন।

রাগিণী বাহার তাল কয়ালী।

ধুয়া। সেসুদশায় বিচ্ছেদের জ্বালায়
বুঝি ঐ উঠেছে সুখতারা।
দারিদ্রের দল অপবাদ ঘট্‌লো আমায়
হেরিপারা॥
দ্রৌপদীরি অনুরোধে কিচকে বধে বিরোধে
গন্ধর্ব্বপতি সবহে অন্তরে ছলকরা।
দশাননের দিগ্বিজয়ে জয় পত্র হাতকরা
নাহতে প্রেম জুসবেনোকে চাঁদ রাহুগ্রহে
ছাদনে তারা॥

পয়ার। কোকিল পঞ্চম গায় নিশি অবসান। চলিল সকল লোক নিজ নিজ স্থান॥ একেলা যোগিনী মাত্র রহিল বসিয়া। উপনীত যোগিবর সম্ভাষা করিয়া॥ বলে বিনোদিকা শুন করি নিবেদন। কি জন্যে অরণ্যে তুমি করিছ ভ্রমণ॥ প্রথম যৌবন তব বয়েস তরঙ্গ। হেরিলে তোমায় হয় মোহিত অনঙ্গ॥ বল তবে সত্য করি আমার দোহাই। এমন রূপসী তুমি আহা মরে যাই॥ কিবা নাম ধর বল কাহার নন্দিনী। কি হেতু কাহার লাগি হয়েছ যোগিনী॥

সত্য করি যদি … না বল যারতা। প্রিয় জনের দীর্ব্য লাগে খায় মর্ম্মব্যথা। শুনিয়া যোগীর বাক্য হাসিয়া যোগিনী। … বল এ হেন বাক্য হই উদাসিনী॥ কহিতেছে যোগী … না কর বঞ্চনা। পরিচয় দেহ প্রিয়ে ত্যজি প্রতারণা॥ যোগিনী কহিছে ভাল বিধি মিলাইল। থাকিতাম একাকিনী দোসর মিলিল॥ বহুলোক সমারোহ কেহ না সম্ভাষে। অবশ্য বৃত্তান্ত কিছু আছে তা জিজ্ঞাসে॥ যোগিনী কহিছে সত্য কর মম কাছে। যা বলিব কিন্তু না বলিবে কার কাছে॥ প্রফুল্ল হইয়া তবে সন্ন্যাসী কহিছে। করিনু শপথ প্রিয়ে আমি তব কাছে॥ যোগিনী কহিছে তবে শুন অতঃপর। ভট্টাচার্য্য বলে ধনী না ভাবিহ পর॥

সন্ন্যাসীনী সন্ন্যাসীর নিকটে প্রথম উপাখ্যান বলিবার বিবরণ।

পয়ার। শ্রবণ শীতল হলো শুনে তব বাণী। সরল অন্তরে বল শশাঙ্ক বদনী॥ যোগিনী কহিছে মম শুন নিবেদন। মনযোগ দিয়া তবে করহ শ্রবণ॥ সহর সরণ দ্বীপ নামে এক রাজা। তথায় পাদসা হন মুসাউর বীর্য্য॥ তাহার নন্দিনী এক পরমা রূপসী। শচীন্দ্রাণী জিনি রতী বয়স শোড়সী॥ পূর্ব্বে সে নর্ত্তকী ছিল ইন্দ্রের সভাতে। অপরাধে শাপে জন্ম যবন বংশেতে॥ সে কথা কহিতে বহু

বাহুল্য বিস্তর। তার দুঃখ শুন শাথ বলি অতঃপর স্বতন্তর স্থান এক করিয়া নির্মাণ। নন্দিনীকে দিয়া ছিল করিয়া উদ্যান॥ সেই রম্য সমস্থান হয় সে বাগান। হেরিয়ে আশ্চর্য্য মানে অজ্ঞান নয়ান॥ দাড়িম্ব ধরেছে ফল রসাল ডালেতে। বোঁটা হীন আছে ঘেরা প্রেমের জালেতে॥ সুরসীক কান্ত যদি দুনয়ানে হেরে। স্মর শরে জর জর প্রেম বিকারে মরে॥ মধু তরে পদ্মিনী সব টল মল করে॥ খুলে প্রাণ করে দান যে যার ভ্রমরে॥ মনোহর উদ্যান অতি না আছে এমন। অমর অমরাবতী সে নহে এমন॥ সাজাদীর সঙ্গে থাকে অনেক সঙ্গিনী। সকলের মধ্যে আগি প্রধানা সঙ্গিনী॥ আচম্বিত একদিন রজনী মুখেতে। অকস্মাৎ পুরুষ আইল অচিন্নাতে॥ তুরঙ্গ কুরঙ্গ সম করি আরোহণ। পূর্ণ শশধর সম তাহার গঠন॥ নীলাম্বর পরিধান কণ্ঠে নীলমণি। নীলোৎপল সুউজ্জল নয়নে চাহনি॥ জাম্বুনদ স্বর্ণ জিনি অঙ্গের বরণ। জ্যোতি নাহি ধরে ক্ষিতী ভুবনমোহন॥ উপস্থিত সেই উদ্যা-নেতে যুবরাজ। সকৌতুকে আছে বসি করিয়া বিরাজ॥ সকলে একত্রে থেকে দৃষ্টিপাত করি। একি দেখি অপরূপ প্রাণ জায় হেরি॥ দেখা দেখি আঁচা আঁচী চখ চখী করে। বলে তবে চল যাই ঘরে আমি ওরে॥ পাদসা তনয়া শুনি সখীদের বাণী বলে তোরা কি কথা করিস কাণাকাণী। সখীগণে

বলে দেখো ও... । হরে নিল মন প্রাণ কটাক্ষ হিল্ললে ।। ধনী বলে চল যাই সবে মেলি দেখি। সখীর স্কন্ধে কর দিয়া করে দেখা দেখি ।। আহা মরি মরে যাই ... বালাই । হেরিয়ে উহারে মম দেহে প্রাণ নাই ।। দেখে মুখ ফাটে বুক করযি খসিল । লাজের শিরেতে বাজ কি করি তা বল ।। কাহারে অনাথ করি এসেছে এখানে । হেরে প্রাণ নাহি প্রাণ আমাদের প্রাণে ।। ... ধনীর আঁখি তারা হারা করিয়াছে। আর কি সে প্রাণ লইয়া প্রাণে বেঁচে আছে ।। যদি ধরা দেয় তবে ধরিবারে পারি । হৃদয় পিঞ্জরে রেখে নিরন্তর হেরি ।। আঁখি না পালটা যায় চকিতের তরে । চেতন হইল হারা হেরিয়া উহারে ।। সুধাংশু বদনী হেরি সুধাংশু বদনে । মূর্চ্ছিত হইয়া তবে পড়ে দুই জনে ।। আনিয়া গোলাব পানি করিছু সিঞ্চন । মূর্চ্ছা ত্যজি বিধুমুখী উঠিল তখন ।। নানা অলঙ্কার তার অঙ্গ সুশোভন । অসীম রূপের ছটা না দেখি এমন ।। কিবা আঁখি সুউজ্জ্বল কিবা আঁখি তারা । কোন প্রাণে প্রাণ ধরে ছাড়ি দিল তারা ।। একবার হেরে প্রাণে ধৈর্য্য ধরে নারি । কেন সে দিয়াছে ছাড়ি অরসীক নারী ।। কতযুগ হয় জ্ঞান আধ অদর্শনে। পুলকে বাড়িছে প্রেম পলক পতনে ।। কিন্তু কোন রসবতীর পিরিতের দায় । প্রেম রজ্জু ... রয়েছে গলায় ।। হৃদয়ে প্রেমের ছুরী চিহ্ন আছে

দাগ। চিরকালাবধি রবে কলঙ্কপীত দাগ ।। গুণ-বতী করে গতি তড়ীতের গতি। উপনীত আপন মন্দিরে গুণবতী ।। কুমারীর সঙ্গে গৃহে চলিল সকল ভট্টাচার্য্য বলে মন হইল চঞ্চল ।।

সন্ন্যাসীনী সন্ন্যাসীর নিকটে কুমারী ও কুমারের মিলনোপাখ্যান।

রাগিণী তড়ীভৈরবী তাল আড়াখেমটা।

আছ কত দিন এ দেশে।
কে তুমি হে পুরুষরতন নির্জ্জনে কি আশে॥
কোথা নিবাস কি নাম ধর, কবে আশা
কি আশায় ফের, কথা কওহে নাগর বর
ইঙ্গিতেতে হেসে হেসে।
আমরা নারী কুল নারী, জ্বালা সহিতে
নারি বিভাবরী, হেরে তোমায় প্রেমের
বারী নির্গত হয় রতির আশে॥
নয়ন মনভুলিল হেরে, এই দেখ এসেছি
ফিরে, ডুবিব কলঙ্কনীরে, কি করে লোক
দ্বেষা দেশে॥

একাবলী ।। গৃহে যাইয়া পরদা ফেলিল। সূর্য্য আচ্ছাদন মেঘে করিল ।। ধনীকে আমি কহিলাম বাণী। অনুমতি হয় তো ডাকিয়া আনি ।। বিবিগো

শুনলো বলিগো [illegible]লো। এসেছে ওজন তোমারি তরেগো॥ কটাক্ষ শরে ওহারে বধিয়া। কেমনে রহিলে ধৈরজ ধরিয়া॥ এসময় হাতেতে আগত হইল। অসময় যাইয়া সুসময় আইল॥ শুনিয়া কহিল পাদসা কুমারী। তাল[illegible] মনেতে লেগেছে মরি॥ আমি কহিলাম ওকথা বলিলে। কেন মুর্চ্ছা হইয়া ভূতলে পড়িলে॥ গোলাব সিঞ্চন করেছি কত বল কার হইল মনেরি মত॥ শুনিয়া কহিছে হাসিয়া হাসিয়া। তবে কি ওজনে আনিবে ডাকিয়া॥ শুনিয়া ঐ মণি হাসিয়া চলি। নিকটে যাইয়া সেজনে বলি॥ কাহার মন প্রাণ হরণ করিয়া। আমাদের প্রাণ লইলে কাড়িয়া॥ সম্প্রতি আমাদের বাসনা রাখ। ক্রোদন করোনা করুণা রাখ॥ যুবতীর মন কুমদের ইন্দু। কটাক্ষ করহে প্রকাশ ইন্দু॥ ঐবিবিজান তোমায় হেরে। লবেজান হয়েছে মদন ঘেরে॥ সদয় হওহে উদয় শশি। চরণ সেবিব যতেক দাসী॥ চলি কুমারের করেতে ধরি। অল্পে অল্পে গমন করি কুমারীর নজরে বসায়ে তারে। আচ্ছাদি বসন খুলিল জোরে॥ মরমে মনে মনে মন কলা খাইছে। জিজ্ঞাসি কুমারী মস্তক নাড়িছে॥ অপাঙ্গ দৃষ্টে নাগর হেরিয়া। বদন কুলেতে দুকুল ঘোরিয়া॥ নিরব নাহি স্বর উভয় বদনে। চিত্র পুত্তলিকা বসিয়া দুজনে॥ উভয়ের মন এক মন হইল। ফুটিয়া কলিকা ফুটিয়া উঠিল॥ মধু মুখে পান করিছে ফি-

রিয়া। মধুর স্বর বাক্যে বার হেরিয়া।। কামিনী মধুস্বরে আধ আধ বাণী। কি হেতু এখানে বল বল শুনি।। কুমার কহিছে যতেক কথা। শ্রবণে কুমারী পাইল ব্যথা।। পরীর ঘরে পরীর করে। বন্ধন রয়েছে কটাক্ষ শরে।। শুনিয়া ধণীর শিহরিল অঙ্গ। অবসন্ন হইল সকল অঙ্গ।। ইকি মা মরি মা লাজেরি কথা। পরীতে খেয়েছে তোমারি মাথা।। তফাতে বসেছে পরেরি প্রাণ। পরে প্রাণ দিয়া এসেছ প্রাণ।। আমি সঁপে প্রাণ তোমারি পরাণে। বসুরাতে প্রেম করিব দুজনে।। বিভাগের পিরিতি আমি না চাই। এমন পুরুষের কাছে না যাই।। সাদা প্রাণে দিলে কলঙ্কের দাগ। পরেতে কহিছে প্রেমের ভাগ।। পরে পরে পরেতে ঘটিবে। পরেতে পর ভেবে কত কি কহিবে।। ধিক ধিক ধিক প্রাণেতে ধিক। করিলে ভাল হে মর্ম্মান্তিক।। এত কথা শুনি কুমার উঠিল পাদসা নন্দিনীর চরণে পড়িল।। আমার প্রাণ নয়ন মন। তব পদে করেছি সব অর্পন।। বিনোদিনী যেন যে স্মরণাগত। আমার শরীর জনমের মত।। এই কথা দুজনে কহিতে কহিতে। লাগিল ক্রন্দন উভয়ে করিতে।। খঞ্জন নয়নে জলধারা পড়িল। রজনী প্রহর বাজিল শুনিল।। যদি পারি ছাড়াতে পরীর হাত। কালি এসময় হব সাক্ষাত্।। পক্ষরাজ আরোহন করিয়া ত্রস্তে। উঠিয়া চলিল অতিশয় ব্যস্তে এই কথা করি সে জন গেল। পরেতে পরদিন শুন

যা হলো ॥ দ্বিজবর জানিছে বল যোগিনী। আহা মরি কি গো মুখের বাণী॥

সন্ন্যাসীনী ত্রশু শাহজাদা নন্দিনীর বাসর সজ্জার বিবরণ।

রাগিণী গৌরী তাল আড়া।

ধুয়া। ইকি অপরূপ রূপ ভুজঙ্গিনী মণীশিরে। করগে বাসর সজ্জা কেন ভাব লজ্জা নীরে॥ জ্বেলেছ প্রেম হুতাশন, আর না হবে নির্ব্বান, রেখে নাগরের সম্মান কি কায কলঙ্ক হেরে। নবহৃদি সিংহাসনে, বসাও প্রিয়ে প্রিয়জনে নির্ম্মল চিত কুসুমে, আবাহয় মধুস্বরে॥

পয়ার। স্বপ্ন অবস্থায় নিশি কাটায়া সুন্দরী। প্রভাতে উঠিল রামা কান্ত নাম স্মরি। নিশিতে যে রূপ ছিল অন্যে কে জানিবে। সে জানে তার মন জানে আর কে জানিবে। মিলি যত সখীগণ কহিলাম বাণী। মনোহর বেশ আজি কর সীমন্তিনী॥ মনের মানস কথা শুনি সখী মুখে। কি লাগি করিব সজ্জা বল কোন্ মুখে॥ অন্তরের সব কথা না করে অন্তর। না ফুটে মনের কথা মৌনী নিরন্তর॥ সখীর বাক্যেতে ধনী হইয়া সম্মত। সাজিতে আরম্ভ করে অভিলাষ মত॥ একেত রূপসী ধনী ভুবন মোহিনী। তারোপরে কত সজ্জা করেন সাজনী॥ বিবাহের

কন্যা যেন পদ্মার [illegible] অতি অল্প বয়ঃক্রম তাতে আছে সত্তা ॥ [illegible] কিন্তু লাল তৈল ভুক্তফেনা সহ। পরিষ্কার জলে [illegible] করিয়া নির্ব্বাহ॥ শিরে-তে চিরণী গোঁজা পৃষ্ঠে দোলে বেণী ॥ কালভুজঙ্গি-ণী শিরে শোভিতেছে মণি। পেসয়াজ পরিধান ঝক মক করে। কাঁচলী বিজলী খেলে পয়ো-ধর পরে। অধর ওষ্ঠেতে মিসী কি দিব তুলনা। বিধির তুলিতে তার না হয় কল্পনা। সৌরমা দিয়েছে চক্ষে টানি দুটী রেখা। ভাবে আঁখি কাঁদে যার সঙ্গে দেখা ॥ পায়েতে পা সোমা তবে পরে রসবতী মানস মধ্যেতে যেন রাগিয়াছে লতা ॥ আপাদ মস্তক করে মণ্ডিত অলঙ্কারে। পায়েতে দুপাশি হীরা আবরণ করে॥ অমূল্য যে সেই হীরা সূর্য্য সম জ্বলে থরে থরে চাঁপকলী পরে তার কোলে ॥ ধুকধুকী মতি মালা বেষ্টিত করিল। দস্তবন্ধ ভুজবন্ধ অঙ্গুরী পরিল॥ শির পটকাণ শিরে তার কত আভরণ। ভুজটা বিজটা পরে কণ্ঠেতে কঙ্কণ ॥ পায়ে মঞ্জির মল কণকে রচন। অরুচির রুচি হয় দেখয়ে যে জন পাঁয়জোর পঞ্চম অষ্ট অঙ্গ আভরণ। অঙ্গুলে ছাল্লা পরে অতি সুগঠন ॥ বিবিধ গন্ধেতে প্রিয়ে ভূষিত হইল। চতুর্দ্দিগ পরিপূর্ণ গন্ধে আমোদিল ॥ সখী-গণে করে আজ্ঞা মধুর বচন। গৃহসজ্জা কর তবে অতি সন্দর্পন ॥ সখীগণে করে তবে মজলিসি বিছানা জাজিরি নজরে করে আমিরি সাজনা। নিঃক্ষেপ

[illegible] পরদা বেষ্টিত [illegible]।। মনোনীত সুনীত সাজায় ঘরে ঘরে।। [illegible] নিযোজিত বালিস কার চোপ। তার পাশে বেষ্টিত ঝালর মুক্তা থোপ। প্যাঁচ দিয়া পেঁচকরে আঁটা [illegible] করি। আঁটিল খাটের ডাণ্ডা অতি পেঁচকরি।। [illegible] নিকটে শয্যা করে স্বতন্তর। লহর জহর দেয়া অতি মনোহর।। যেমন ঝাড় সেই মত লাগাইল বাতী। অপূর্ব্ব [illegible] খুঞ্চে যোগায় যুবতী।। তলয়ার রাখিল ঘরে চোখা খরশান। নূতন দিয়াছে শান ছিল যে অশান। জরদ রঙ্গেতে রঙ্গি কাবাব রাখিল। সোনার তবক তাতে আচ্ছাদন দিলে।। যোগীনী বেষ্টিত হাতে হেম ছড়ী লয়া। ফিরিতেছে ছন্দে বন্দে সুসজ্জীত হয়া। বরাণ্ডায় বাহারেতে আছে একাকিনী। হেরিয়া লজ্জায় অস্ত গেল দিন মণী।। শুন যোগীবর তবে বলে ভট্টাচার্য্য। পুরিবে তব বাসনা ক্ষনেক হও ধৈর্য্য।।

সন্ন্যাসীনী সন্ন্যাসীর নিকটে যুবকের রূপবর্ণন ও যুবতীর বিহার।

ধূয়া। নব নটবর বেশে নব অনুরাগেতে।
কন্দর্প দর্পকরি সাজিল সদলেতে॥

দীর্ঘ ত্রিপদী। অস্তাচলে গত ভানু, হেরিয়া অস্থির তনু, সেই জন করিয়া সাজনী। ধানী রঙ্গের পরে জোড়া, জোড়াতে জরীর বেড়া, নবরত্ন কণ্ঠে [illegible]

শ্রেণী ॥ জালকুচ্ পরেছে কেশে, বাঁকাশিঁতে কাটা চুলে, গায়ে ওড়না চাঁদের কিরণ। নানা রস উঠে মনে, অশ্ববর আরোহণে, আধ হাসি সে শশি বদন উচ্চৈশ্রবা হয়োপরে, দেবরাজ শোভা করে, সুধা নিমন্ত্রণ নীতে ভাগ। কিম্বা শিখী আরোহণে, সাজিয়ে ক্রৌঞ্চ দারুণে সম্পূর্ণ করেছে শক্তি রাগ ॥ আহা আহা মরি মরি, কিবা রূপ রূপ হেরি, কিবা মুখ কিবা চক্ষু কাণ। কি ছাঁদে করেছে গতি, অতী লোভে রতীপতী, দেখে সতী পতী ছেড়ে যান ॥ উল্কা তারা পড়ে খশী, দূরেতে হেরে রূপসী, ডগ মগ আহ্লাদ সাগরে। উথলিল প্রেম সিন্ধু, প্রতিকুল হেরি বন্ধু, মনের আনন্দ নাহি ধরে ॥ উপনীত নিকেতনে, ডাকিয়া সৈরীন্ধ্রী গণে খপর কহিছে ত্বরা করি। শুন বিবি নিবেদন, আসিয়াছে সেই জন, সুখের ঘাটে লেগে গেল তরী। কি হুকুম কি করিব, কোথা লইয়া বসাইব, আজ্ঞা হয় জেমন তোমার। দাসী-গণে বলে কয়ে, লয়ে যাও ঘুরাইয়ে, সাজান হয়েছে যে আগার ॥ পরে ধনী করে গতি, গতিতে প্রকাশে জ্যোতী, নয়নে নয়ন পড়ে গেল। পুলকে রোমাঞ্চ কায়, সিহরিয়া চমকায়, দ্বিজ বলে শুন যা হইল ॥

সন্ন্যাসীনীর প্রশ্ন [illegible]দার বিচার ও পরীর গৃহে গমন।

তাল আড়া।

নব অনুরাগে ফুল ফুটিল ২।
অন্তরে পবনে নারী দুকূলে ছুটিল ২।

পয়ার। স্বচ্ছন্দে [illegible] গঠন উজ্জ্বল। নিপুণ যে চন্দ্র [illegible] নিন্দিল॥ অসীম রূপের ছটা [illegible] যুবতী। [illegible] যেন [illegible]॥ [illegible] কুরঙ্গ শিশু [illegible]। [illegible] ছিলেন॥ মুক্তবেণী [illegible]। [illegible]॥ [illegible] যেন [illegible]। [illegible] [illegible] কুমারী [illegible]। [illegible] [illegible]। [illegible]। [illegible] [illegible]। [illegible] যেন ধরে। [illegible]। [illegible]। [illegible] প্রস্ফুটিত [illegible]। [illegible] পতিত [illegible] বারী বিন্দু। [illegible] নামিলেন ইন্দু॥ এই রূপে [illegible] সজনী [illegible] [illegible] কহিলেন [illegible]॥ [illegible] বিদায় [illegible] গুণমণী কালি আসিব এই কথা কহিলেন তিনি॥ কুমারী প্রেমসিন্ধু উথলে উঠিল। পরদিন সেই মত বাস করিল॥ ভট্টাচার্য্য বলে তবে বল গো যোগিনী। প্রেমরস শীতল বারতা বল শুনি॥

সন্ন্যাসীর প্রেম বিচ্ছেদ বিবরণ।

রাগিণী ঝিঁঝিট তাল তিয়ট।

সখী কইগো কই কই যে লো গুণমণী।
প্রাণে হই কাতর নিশি গত প্রহর নয়ন
প্রহরী রেখেছে আজি সে ধনী॥
বিফল যায় বাসর সাজায়ে বাসর বাসর
বিসর্জ্জন দেগো তোরা সঙ্গিনী।
প্রেম সইলোনা সইলো সইলো না দিয়া
শৈলজা হরণ করিলেন মণী॥

পয়ার। ধরা হৈতে অস্ত যায় নলিনীর কান্ত। বিচ্ছেদে সব বিরহিনী নাহি হয় শান্ত॥ বসন্তে বরিষাকালে বাড়ে বড় তাপ। বিরলে রোদন করে পেয়ে মনস্তাপ॥ আসি বলে গেলে প্রাণ আর নাহি দেখা। হলাহল আনি করি জীবনের সখা॥ ভৎসনা করিছু তারে সব সখীগণে। নিদ্রাহার ত্যজি বালা আছে অচেতনে॥ সে কথা কহিতে দুখে উঠে বড় খেদ। শুন ওহে যোগীবর দিলেকের খেদ বিবি বলে অনশনে জীবন ত্যজিব। অথবা জীবন মন জীবনেতে দিব॥ যৌবন হইল বন বিনা প্রাণ কান্ত। কি কারণে দগ্ধমন নাহি হয় ক্ষান্ত॥ কপালে আগুণ দে জ্বলে যাকু আগুণ। ত্রিনেত্রের নেত্রানল সে কত আগুণ॥ মলয় পবনে ঝড় লাগে ধনীর

গায়। যোগীন্দ্র মুনীর [illegible] কে কোথা এড়ায়॥ বিবি বলে ওগো সখী [illegible] দায়। এবার বুঝি মলয় পবনে প্রাণ যায়॥ কন্দর্পের পঞ্চশরে জ্বলিতেছে তনু। কোকিলের [illegible] দ্বিগুণ কৃশানু॥ সখীদের বাক্য শর দুরান্ত অনল। [illegible] বিচ্ছেদ শরে বাড়ে প্রেমানল॥ শিশু অভিমন্যু যেমন বেড়ে মারে শর। সপ্ত শরে তেমতি গো মারিতেছে শর কাছে নাই বলে সখী সেই প্রাণেশ্বর। স্মর শরে বধে প্রাণ দেখে একেশ্বর॥ মরে যারে পঞ্চশর ত্রিনেত্রের শরে। রতী যেন দিবা নিশি তোমা লাগি ঝোরে অচিরাতে দণ্ড করে দেখিয়া বালিকা। সম্প্রতি ফুটেছে আজি নূতন কলিকা॥ নিন্দিয়া বানর গণে ছলে তিরস্কার। জাম্বুবানে কটুভাষে দিলেন ধিক্কার জীবনের আশা প্রিয়ে হয়েছে নিরাশা। ভট্টাচার্য্য বলে চাই এমি ভাল বাসা॥

সন্ন্যাসীর প্রশ্ন পাদসা নন্দিনীর বিচ্ছেদ অনুযাগ।

রাগিণী জয়ন্তী তাল খয়রা।

প্রাণ ত্যজনা ত্যজনা তাজিতে বাসনা
বিরহ যাতনায় কি কুচ্ছ ঘটায়॥
বিমল বিনোদিকে, প্রেমসিন্ধু দায়িকে,
প্রাণ দিয়ে অগ্রমিকে, বুঝি প্রাণ যায়॥

তোর প্রাণকান্তি এখন [illegible] প্রেমের বলে,
কি বলিয়া প্রবোধ দিব আমরা তায়।
তোর মরণের কথা, সুনলে সে এ কথা,
মর্ম্মে পেয়ে ব্যথা বল কোথায় দাঁড়ায়॥

পয়ার॥ দাঁড়ায়ে কাটায়ে নিশি কাঁদিয়া কামিনী দেখিল যে নিরুপায় আকুল পরাণি॥ একেলা চলিয়া গেল বসিল নির্জ্জনে। উদয়াস্ত আরম্ভিল করিতে নির্জ্জনে॥ বিচ্ছেদেতে পঞ্চতপা করে প্রেমাধিণী। শ্রীকান্তে স্মরিয়ে প্রাণ কান্ত সোহাগীনী॥ অর্ণব হইতে উঠে বুদবুদ তরঙ্গ। ধণীর শরীরে উঠে বিচ্ছেদ তরঙ্গ॥ ব্রহ্মরন্ধ্র পরশিলে প্রাণবায়ু রোধ। দেখি পিরিতের দায় যায় জন্মশোধ॥ বিবেক আসনে ধণী উপবেশন করি। প্রাণ নাথের লাবন্যে বদন আচারী॥ পঞ্চভূতে পৃথকেতে ভূত শুদ্ধি করে। অনঙ্গের বীজে প্রিয়ে অঙ্গন্যাশ শারে॥ প্রাণ নাহি প্রাণে কে করিবে প্রাণায়াম। হুতাশে করিছে রেচক প্রাণা প্রাণাম॥ নবহৃদি মুণীরেদী কল্পতরু মূলে। স্থাপিল যুগল ঘট বাহু শাখা দলে॥ ঘটাচ্ছাদনার্থে দেয় আবেশ বেষ্টিত। ধৈর্য্য ফল তারোপরি করিলা শোভিত॥ অধৈর্য্যের পরিচারক করে নিয়োজিল। দাহন অস্ত্রেতে দ্রব্য সকল ছেদিল॥ বেদীর বরণ করে উপযুক্ত জনে। পরমাত্মা জীব আত্মা প্রবৃত্তি ঐ মনে॥ অন্তর নির্ম্মল ফুলে মানস সলিলে॥

গোর্ড চন্দন ঘষিলে [illegible] আনিলে ॥ যাতনা জ্বালায় দীপ কলঙ্কের ধূপ। [illegible] যৌবন দিল অতি অপরূপ ॥ ষোড়শী শোড[illegible] উপচারেতে সারিল। বালা বারবেলা পূর্ব্বে দক্ষিণান্ত [illegible]। [illegible]মান দক্ষিণা যে দিল দক্ষিণ হাতে। কামিনীর [illegible] পাব প্রাণনাথে॥ ভোজন করায় পরে চারিটী কুমারী। দয়া শ্রদ্ধা শান্তি আর করুণা সুন্দরী ॥ জ্ঞানামৃত আহারেতে সন্তুষ্ট করিল। পরে ধণী মুখে অগ্নি স্থাপিত করিল ॥ নিশ্বাস পবনে অগ্নি হয় যে প্রবল। ঊর্দ্ধপদে হেঁটমুণ্ডে সেবিল অনল ॥ প্রেম কোশা করে গতি আনন্দ কোশেতে। মেরুদণ্ড লণ্ড ভণ্ড ষট কমলেতে ॥ মধ্যাহ্ন অর্কেতে এইমত ব্যবহার। পরেতে অষ্টাঙ্গ অঙ্গে দণ্ডবৎ তার ॥ রজনীতে শোক নীরে আকণ্ঠ মগনা। হায় বিধি অল্পকালে কি দিলে যাতনা। তদপরে চিন্তা চিত্তে অনাথের নাথ। ভাবিনী ভাবিয়া রূপ দেখে প্রাণনাথ ॥ মনের সঙ্কেতে কথা হৃদয়ে উদয়। বলে প্রেমাধিনী মম দুঃখে তনু দয় ॥ কামিণী হেরিছে রূপ অন্তর সরজে। শ্রবণে দুঃখের বার্ত্তা শুনিছে ধৈরজে ॥ চৈতন্য অম্বরে শুনি মহা মেঘ ধ্বনি। অচৈতন্যা ধরাপৃষ্ঠে পড়িলেন ধণী আঁখি ধারে শোণিত পড়িল যেন জল। অস্থি চর্ম্ম অবশেষ অঙ্গে নাহি বল ॥ স্বপ্নপ্রায় শুনে ধণী নিদারুণ বাণী। বলে কোথা প্রাণ প্রিয়া আকুল পরাণী আচম্বিতে অন্তরীক্ষে হৈল দৈব বাণী। সঙ্কটে

পড়েছে তোর সেই [illegible]॥ অঘোর কানন মধ্যে ভয়ানক কূপে। [illegible] হয়্যা পরী তাহাতে নিঃক্ষেপে॥ কূপ হইতে থেকে থেকে বাহিরায় ধ্বনি॥ দেখা যায় প্রাণপ্রিয়ে কোথা বিনোদিনী। দৈব বাক্য এত বলি শূন্যেতে হইল। শুনিয়া হইয়া বালা বিশীর্ণা হইল॥ ধনীর যুগল চক্ষু মুদ্রিত যখন। তখনি স্বপ্নেরে বঁধু হয় দরশন॥ মূর্চ্ছা দেখি ভাবি প্রাণে প্রিয়া বুঝি মল। ঈশ্বরের নাম কাণে শ্রবে উচ্চারিল সিদ্ধ রূপ হয়ে নাম কর্ণে প্রবেশিল। উঠিয়া বসিয়া বালা নয়ন মিলিল॥ যার তুল্য পূর্ণমাসি হয় প্রাতঃ শশি। মুখ শতদল ভাষে মলিনা রূপসী॥ হেরিয়া বিসাদ মন দেখি দুর্ঘটন॥ কেন হেন বিরহিনী হইল এমন॥ দেখি সারোদ্ধার প্রাণ ছাড়িল নির্ব্বাণ। দেখিলাম তাঁর প্রাণে আর নাহি আস॥ ভাবিলেম তার প্রাণে নাহি যে বিশ্বাস। মিছা কেন তার লাগি কর হা হুতাস॥ সকলে বুঝাই তাঁরে প্রবোধ বচনে ঠাকুরাণী শুন বাণী না ভাবিহ মনে॥ মীনের যেমন জল ভুজঙ্গের মণী। দারিদ্রের ধনী প্রায় হও বিনোদিনী॥ সকল তারার মধ্যে হও তুমি ইন্দু। চাতকিনী নবঘনে আরাধয়ে বিন্দু॥ আমাদের তেমনি তুমি গো শিরোমণী। মিছে কেন ভাব আর হয়্যা উন্মাদিনী॥ এমন পিরিতী তোর আগে নাহি জানি না বলিলা প্রেমফল হলি বিরহিণী॥ অসুদ্ধ হয়েছে প্রাণ জানিবে নিশ্চয়। কাণ্ডারী নাহি থাকিলে এই

হলো হয়॥ কেবা তোমার হয়ে দিবে তায় সমাচার তারে কেবা শুনাইবে তোর সমাচার॥ প্রেম ভাবিলে কুচ্ছ গায় এই গাত্র শুান। তাতে প্রেমে মূর্চ্ছা কেন যায় বিরহিনী॥ মেলি যত সখীগণ করিনু ভৎসনা, ভয় মৈত্র দর্শাইয়া করিনু সাত্ত্বনা॥ তার পূর্বে যোগী বর যে নিন্দা করেছি। বলিতে তব গোচরে বাকী না রেখেছি। দ্বিজ স্বষ্টীধরে বলে শুনিলে বিচ্ছেদ শ্রবণে বিরহ যায় বিচ্ছেদের চ্ছেদ॥

সন্ন্যাসীনীর প্রশ্ন পাদসা নন্দিনীকে ভৎসনার বিবরণ।

রাগিণী ভড়ী ভৈরবী তাল আড়া খেমটা।

ধুয়া। আছে তোর প্রেম ক্ষীরদে শনি।
জন্ম রাশীতে বিচ্ছেদের গ্রাস পতিত পূর্ব্ব
ফল্গুণী।
যে দিন করেছিলে পরে স্পর্শ, সে দিন
ছিল ত্র্যহস্পর্শ, তাই ভোগ বিচ্ছেদ বর্ষ,
চাঁদ অশুদ্ধ তোর চাঁদবদনী॥

চৌপদী। ছেঁড়া চুলে বেণী, বেঁধে বিনোদিনী কেন বিবাগিণী, আর গো আর। বিদেশী নাগর চলে গেল ঘর, তুই ভেবে মর, ছার গো ছার॥ কবে ছিলে দেখে, নিজ চক্ষে দেখে, কালী চুন মুখে পর গো পর। বিচ্ছেদ তুফানে, বিরহ সোপানে, একেবা

নির্জ্জনে মর গো মর, [illegible] টল মল, ভাবে ঢল ঢল, আঁখী ছল ছল, [illegible] গো দেখি। কুরঙ্গ কারিণী কুরঙ্গ নয়নী, কুল কলঙ্কিণী, দুখী গো দুখী॥ ওষ্ঠ ফুলাইয়া, ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া, ধরায় পড়িয়া, তনু থর থর। [illegible] নন্দিনী, কেন জ্বাল ধুনি, বিচ্ছেদেতে ধনী, হলি জ্বর জ্বর॥ ভাবিয়া আকাশ, হলি যে আকাশ, তোর চিন্তাকাশ, আকাশ হেরে। বল বল বল, কি করি তা বল, এ সখি সকল, আছি গো ঘেরে হলি নবে জান, দেখি বিবিজান, আকুল পরাণ, করে গো করে। তব বঁধু লাগি, হব সর্ব্বত্যাগী, কিছু দিন ভুগী, করে গো করে॥ হেরে অধৈর্য্যতা, ঐ মাধবী লতা, তোর তাপে মাথা, নত লো নত। কনক বরণী হেরি যে মলিনী, হলি বিরহিণী, হত গো হত॥ কাঁটা দে ওপথে, কেন বসে পথে, বিচ্ছেদের হাতে, হলি গো সারা। বুঝালে বুঝনা, বুঝেও বোঝ না, পর কি আপনা, পর লাগি মরা। ও নব যৌবনা, কি ভাবে ভাবিনী, কেন গো ভাবিনী, বসিয়া ধরা॥ থাক প্রাণে প্রাণে, লয়া নিজ প্রাণে, আর কি সে প্রাণে, পাবি গো ধরা। কেহ না জানিল, কেহ না শুনিল, চুপে চুপে গেল, সেই গো ভাল। থাক দিন কত, হয়্যা পরিমিত, সহজেরি মত, বাঁচায়ে কুল॥ কি ছিলে কি হলে, কি প্রেম করিলে, কি প্রেমে মজিলে, দেখি যে দায়। নব বিরহিনী, চির বিরহিনী, হেন অনুমানি, মর গো প্রায়॥ বলি যা তা শুন, না কর

[illegible], মলিন বদন, [illegible] [illegible]রি। কর সখী সঙ্গ ছাড় ও প্রসঙ্গ, আমি তার [illegible], চেষ্টা গো করি॥ ওগো বিনোদিনী, বিনোদ বদনী, বিরহের পানি, পান গো কর। তেবে জ্বর জ্বর, হেরে [illegible], মন স্থির কর, ধৈর্য্য গো ধর॥

সন্ন্যাসীর নিকটে, সন্ন্যাসীনীর শেষ প্রশ্ন বলিবার বিবরণ।

রাগিণী ভৈরবী তাল আড়া।

শুনিয়া বিচ্ছেদতরঙ্গ আতঙ্গে ডর[illegible] প্রাণে।
গরল তরল ঢেউ অসহ্য হয় জীবনে।
হেরে তোমায় কল্প লতা, যে সে ছিলেম
করে লতা, প্রহারিলে যে বারতা, ফলিবে
কি তাই কপাল গুণে॥

পয়ার। সবাঙ্গী চার্ব্বাঙ্গী শুন কল্যাণী বালিকা। তার পর কি করিল বল সে বালিকা॥ যোগীনী কহিছে তবে সন্ন্যাসী রতন। বুঝাইলাম বহুতর করিয়া যতন॥ না বুঝিলা সেই বামা বিরহে মগন। সেই হেতু সর্ব্বত্যাগী করিছি ভ্রমণ॥ আসিবার কালে তারে সখীগণ করে। সুপথ করিয়া সমর্পিয় সখী করে॥ আসিবার কালে ধনী নিষেধ করিল দেখিয়া তাহার দুঃখ দয়া উপজিল॥ ভাবিয়া জগৎ-স্বামী করিনু গমন। সম্প্রতি তোমার সঙ্গে হইল

দরশন ॥ বিচ্ছেদ [illegible] হেতু উচ্চারিতে পারি। নতুবা জনমের মত যাব দেশান্তরি ॥ সন্ন্যাসীনী হয়্যা করি ভিক্ষায় ভ্রমণ। দেশে দেশে চেষ্টাকরি তারি অন্বেষণ ॥ বিধি যদি সথাহন দেখিয়া কিঙ্করী তবেত হইব মুক্ত সে যাতনা তারি ॥ নতুবা শোকেতে প্রিয়া ত্যজিবে জীবন। ঘোরবনে দুজনে মরিব দুই জন ॥ দরী গিরি কন্দর খুঁজিব যথা পাব। না পাইলে অবশেষে পরাণ ত্যজিব ॥ মম বিবরণ এই শুনিলে সকল। অতঃপর বল শুনি তোমার কুশল ॥ দ্বিজ সৃষ্টীধর বলে পয়ার কৌশলে। শুন সন্ন্যাসীনী এবার সন্ন্যাসী কি বলে ॥

সন্ন্যাসী সন্ন্যাসীনীর গোচরে প্রথম প্রশ্ন বিবরণ।

রাগিণী বেহাগ তাল মধ্যমান ঠেকা।

ধুয়া। পেয়েছি জননি ক্ষমা বিহনে জননী।
শান্তি নারী লইয়া করি যাপনা যামিনী।
ধৈর্য্য পিতার ভয়ে ভীত, শীতল ধরায় নিদ্রিত, লইয়া যাত সত্য সুত, পিপাসায় জ্ঞানামৃত পানি ॥

পয়ার। তোমায় যোগীনী আমি হেরেছি যখন তদবধি সন্তোষ হয়েছে মম মন ॥ তববাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন পেকম্বর। নলিনীর বঞ্ছা পূর্ণ করে দিবাকর।

ত্রিলোকের বাঞ্ছাপূর্ণ [illegible]ৎপতি। কুমুদিনীর বাঞ্ছাপূর্ণ করে নিশাপতি॥ চাতকিনীর বাঞ্ছা পূর্ণ করে ধারাধরে। আমার [illegible] ধরা নাহি ধরে॥ পিতা যে আমার হন ক্ষিতীপাল নাথ। উদ্দেশেতে তাঁরে আমি হই প্রণিপাত॥ [illegible] অতি হৈয়া হৃষ্টমতি। নানা যশে পরিপূর্ণা [illegible] বসুমতী॥ সমরে ভীষ্মের সম তেজেতে মিহির। দানে যেন কল্পতরু সুদ্ধমতি ধীর॥ কিবা সে রাজ্যের শোভা তুলনা কি দিব। কহিতে পরাণ কাঁদে কেমনে কহিব॥ শিলায় গ্রথিত সব অট্টালিকা ময়। অলকা পুরীর মত দেখিতে বিস্ময়॥ শুভ্রবর্ণে নিরমল তিরস্কারে মণী। দেখিয়া হারায় মন কত ঋষি মুনি॥ যেন সুমেরুর শৃঙ্গে স্বর্গের দুয়ার। সহরের মধ্যবর্ত্তী রাস্তার বাহার॥ কি কব নগর শোভা না আছে এমন। নিয়ত হিংসায় মরে বৈকুণ্ঠ ভুবন॥ সবুজ রঙ্গেতে চতুঃপার্শ্বে রঙ্গভূমি। নবীন মেঘের সম তথায় মেদনী॥ দৃষ্টিতে শীতল চক্ষু যদি দৃষ্টি করে নয়ন তারা বিনে তা রা তারা তারা হেরে॥ বারক্রোশ আয়তন বিচার মহল। পরিমিত অতিনীত সুনীতি সকল। চান্দিনী চখের রাস্তা অতি পরিসর এমনি ভঙ্গীতে বান্ধা ঠিক্ যেন শর॥ গিরীর সমান প্রায় গাঁথা গজগিরি। এমন গাঁথনী যেন বোধ হয় গিরী॥ মনোহর বাজারে নানা দ্রব্য মনোহরা। যেখানে দাঁড়ায় সেই থানে মনোহরা॥ মাজিনী

নলিনী বেচে আশ্চর্য্য কৌতুক। হাসি মুখে দেয় ফুল পদ্ম মুদে মুখ॥ কাহাকে বেচিছে মীন ধীবর অঙ্গনা। ওজনে কুলায়ে ছাতী ওজনে দ্বিগুণা॥ বেদেনী গাছড়া বেচে, বলে হু সতীনে। কিনে লয় দুনা দরে যারা দু সতীনে॥ মিছরিরস বেচে বসি মোদক যুবতী। রূপ-করা রূপকরে বেচয়ে নিখুঁতী॥ কত দেশের কতদ্রব্য বেচে কত জন। নাহি হয় লেখা তার না হয় গণন তদন্তরে কেল্লার ময়দান পারিপাটী। ধনের আগার তথা বড় আঁটা আঁটী॥ মেরু চূড়া হৈতে উচ্চ কেল্লার যে চূড়া। গর্ব্বছিল খর্ব্বেতে গুমান হয় গুড়া॥ নহবৎ রণ বাদ্য তথায় নিশান। সদানন্দময় যুক্ত আনন্দ নি-শান॥ নকীবের প্রতি করে হুকুম প্রকাশ। সহরে ঘোষণা কর খুসীর প্রকাশ॥ নহবৎখানায় গিয়া কর অনুমতি। বাজে যেন খুসীর বাজনা শীঘ্রগতি॥ নহবৎখানায় গিয়া দিলা সুসম্বাদ। দরপেশ করিল গিয়া সব সুসম্বাদ॥ আনন্দে নহবদ্বাজে সদানন্দ শব্দে। ধাইল সকল লোক জয় জয় শব্দে॥ পরেতে রোষণচৌকী সানাই উঠিল। শিরে শিরঃপ্যাচ কল্কা বাঁধিয়া উঠিল॥ উজীরে ডাকিয়া তবে আনিয়া নিকটে। মনের মানস যত কন অকপটে। কল্য প্রাতে যাব আমি কেল্লার ভুবন। বাইজি আনিয়া নৃত্য করাও এখন॥ পাদসা যদি অনুমতি প্রকাশ করিল। ভট্টাচার্য্যবলে শুন পরে যা হইল।

সন্ন্যাসীর উপখ্যান ও বাইজির নৃত্যের প্রসঙ্গ।

রাগিণী বিভাষ তাল তিয়ট।

শুন যোগীনী গেছে সেই একদিন আজি
এই একদিন।
হইয়া দিনের দাস, করি তীর্থবাস,
গহনে ভ্রমণ করি নিশিদিন ॥

ত্রিপদী। অর্ক অস্তগেল, যামিনী আইল, ফরাসে বিছানা করে। যার যত মান, রাখিয়া সম্মান, আদপ্ কায়দা করে॥ ঝাড়ে দিল আল, হইল উজ্জ্বল, মজলিসে মজলিসি সেজ। পিতার যে বাই, আনাইয়া বাই, বসিলা জেখানে সেজ॥ উঠে তারা মেজে মনোহর সাজে, লাগায় রাগিণী তান। বাজে পাটি পাটী, তবলায় চাটী, সারঙ্গে ধরিয়া গান॥ ক্ষণেক ঝমকে, বিজলী চমকে, চরণে ঘুঙ্গুরের ধ্বনি। সে ভঙ্গিমা কেতা, কে বুঝিবে কেতা, আড়ে আড়ে সে চাহনী॥ শুনে দিয়া হাত, করিল সব হাত, বেহাত না করে কারে। পুরুষের মন, করে আকর্ষণ, স্মর স্মর কটাক্ষ শরে॥ নাচে তালে তালে, তালে ধরে তালে, বীণাতে মীশায়ে রাগ। স্বরে স্বরে তান, স্বরে বন্ধে প্রাণ, সুরেতে স্বরেতে ভাগ॥ কানে বোঁন্দা দোলে, না দোলাতে দোলে, নতেতে দোলায়

মতি। ছুপায়ে ... য়েতে দলে, কমকে ঠমকে গতি॥ করিয়া ... দেখায় বাহার, বাহার রাগেতে গায়। ...পাটা উড়ানি, ছুপট্টা চাহনি কাজলী কভু ... মিসী ওষ্ঠাধরে, কত রূপ ধরে, অরুণ উদয় ... যে কালে উদিত, যে কালে মুদিত, বুঝহ উভয় কালে॥ হাসি হাসি মুখ, দেখে ফাটে বুক, ব্যাকুল হয় যে চিত। নানা অভিলাষে, তোষয়ে সন্তোষে, দেখিয়া ধণীর নীত॥ সেই স্বর্ণলতা, করে কত লতা, রঙ্গেতে করিছে রঙ্গ। হাত উঠাইয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া, ছলেতে করিছে ব্যঙ্গ॥ কোলের বসন করে উত্তোলন, হেলায়ে অঙ্গুলী হেলে। মধুস্বরে ধনী, চারিদিকে ধ্বনি, সে দিক তখনি গলে॥ দেখাইয়া বাহি, চলে গেল বাই, কৌতুকে সেলাম ঠুকে। সে সভার লোক, সবাকার শোক, বাক্য না সরয়ে মুখে॥ এই রূপে কাল, সুখে কাটে কাল, আমোদ রসেতে মগ্ন। খেয়াল ধ্রুপদ, গায় কত পদ, শ্রবণেতে হয় মগ্ন॥ কোথায় বাজে ঢোল, কোথাবা মাদল, কোথাও ভাঙ্গের রঙ্গ। মঙ্গলাচরণ, পুরবাসী গণ, সকলে করিছে রঙ্গ॥ মহরমের দিন, সুখী দিন দিন, দিবা রাত্রি সম ভাব। আমি যে নন্দন, নাহি অন্য জন, আমার ভাবেতে ভাব॥ হায় হায় হায়, শুনে ঘোর দায়, কেবল অনিষ্ট ঘোরে। না হয় মরণ ঘটে এ ঘটন, কহে যা শুন দ্বিজবরে॥

সন্ন্যাসীর প্রশ্ন পা[illegible] পিতা পুত্রে কেল্লায় গমন বিবরণ।

রাগিণী ঝিঁঝিট্ তাল আড়াঠেকা।

ধুয়া। সেই ঘরে পাঁচ ভূতে বসত করে।
ঘরের কর্ত্তা ভূতের বোঝা ভূতের কথায়
মাথায় ধরে॥

পয়ার। সন্ধ্যার সময় আজ্ঞা প্রচার করিল। সুখে সবে বিভাবরী নিদ্রিত রহিল॥ প্রভাত হইল নিশি অস্ত গেল শশি। তরুণ অরুণ দীপ্তি ভস্মহয় মসী॥ পিতা পুত্রে স্নান করি সুসজ্জিত হয়ে। সুবর্ণ তুরঙ্গে তবে আরোহন হয়ে॥ সঙ্গেতে সাজিল সৈন্য কহিতে বিস্তর। সমুদ্র উথলে যেন হয় যুগান্তর॥ গোলাব মিশান জল সবকে ছড়ায়। ধরায় পড়িয়া জল বহিছে ধরায়॥ সকলে একত্র হৈয়া সহ দলবলে। উপনীত হইনু গিয়া কেল্লার মহলে॥ এক প্রহর রাত্র্যবধি বসে সভাজন। ভোজনে আদেশ পিতা করেন তখন॥ ভোজনান্তে সকলেতে করিল প্রস্থান। পাহারা বসিল শব্দ হতেছে কামান॥ চন্দ্রের কিরণ হেরি মনের উল্লাসে। ভৃত্যগণ সকলেরে করিল সম্ভাষে॥ অট্টালিকা উপরেতে শয়ন করিয়া। মনের আবেশে নিদ্রা বিভোল হইয়া। দৈবে যাহা করে তাহা কে করে খণ্ডন। ধাতার লিখন কভু না হয়

খণ্ডন ।। খোজা মিঞা নিবেদিল পাদসার হজুরে। কুরনীস্ করিয়া কথা কহে ধীরে ধীরে ।। তব নন্দ-নের বাঞ্ছা অট্টালিকোপরি। নিদ্রাতে প্রভাতা হয় এই বিভাবরী ।। ইঙ্গিতে হুকুম দিল ভৃত্যগণ প্রতি। শয়ন করিতে তথা কিছু নাহি ক্ষতি। দ্বাদশ বৎসর কাল বহির্ভূতকাল। আটক থাকিবে কেন মিছে চির কাল ।। ছাতের উপরিভাগে গমন করিয়া। কণক পালঙ্গোপরি শয়ন করিয়া ।। চামেলি ফুলের পাখা করিছে হেলন। সুমধুর মন্দ মন্দ বহিছে পবন ।। যাহরা প্রহরীছিল প্রহরে প্রহরে। তাহারা নিদ্রিত হয় সকল প্রহরে ।। বারবৎসর গত হয় গেলে ঐ নিশি। সুখেতে যাপন করি অচৈতন্যে নিশি ।। পূর্ব্বে দ্বিজগণে বলে তব কুমারের। আছয়ে তাহার কিছু অদৃষ্টের ফের ।। পিতার সাক্ষাতে এই করিয়া গণন বলে গিয়াছিল করি জ্যোতিষ গণন ।। দ্বাদশবৎসরা-বধি আছে এক গ্রহ। দেখিলে পরে পরীগণে লয়ে যাবে গৃহ ।। উড়াইয়া লয়ে যাবে পবন গমনে। কোন ফেরে ফিরিবেক জঙ্গল ময়দানে ।। শুন ভূপ-তীর গতি করি নিবেদন। শুন সন্ন্যাসীনী যাহা বলিল ব্রাহ্মণ ।। ক্ষীরোদ সমুদ্রে হয় গরল উৎপত্তি হ্রাস বৃদ্ধি হয় দেখ যামিনীর পতি ।। কি কহিব বিধা-তার অল্প বিবেচনা। ফল হীন ইক্ষু আর গন্ধ হীন সোনা ।। চন্দন বৃক্ষের ফুল না করিলা সৃষ্টি। দেহের ভিতরে কভু নাহি হয় দৃষ্টি ।। হয়েছে সকল ভাল

কিছু মন্দ হবে। ভক্তেকে ... প্রত্রে কদাচ না দিবে।। অর্থার্থ দ্বিজের বাক্য ... কালিল। দ্বিজ বলে শুন তদন্তরে যা ঘটিল।।

সন্ন্যাসীর প্রশ্ন ও পরীর প্রসঙ্গ।

রাগিণী খাম্বাজ তাল আড়াঠেকা।

ধুয়া। ভাব দেখে যে ভাবি।
হেরে নব ভাবের ভাবি॥
অনুভব না হচ্যে ভাবে, দেখে অভাব
ভাবের ভাবে, সহজভাবে সরলভাবে.
করিব লয়্যা ভাবের ভাবি॥

চৌপদী। নিশি অদ্ধ গত রতী, চন্দ্র নিরমল অতি আইসে পরী যেন রতী, উড়ে আইসে গগণে। দৃষ্টি অতি অপরূপ, হেরে হয় অপরূপ, উথলয়ে কামকুপ, নাহি প্রাণ পরাণে। বিধির কৃত গগণ চাঁদ, ঐ দেখি গগণে চাঁদ, সুছাঁদ চাঁদ হতে চাঁদ, চন্দ্র কিরণ হরিল। ধন্যবাদ বিধাতারে, কি কহিব বিধাতারে, বিধাতার বিধি ওরে, বিরলেতে গড়িল।। সহস্র মুখেতে বিধি গড়েছে এ হেন নিধি, নাহি দেখি অদ্যাবধি, আর কি কভু দেখিব। কোথা পঞ্চদশী শশি, সে হয় কলঙ্কে দোষী, হেরে হরে মন মসী, উপমা আর কি দিব।। না থাকে জলধি জলে, না জ্বলে বাড়বানলে, অস্ত না হয় অস্তাচলে, নিত্য পৌর্ণমাসী হয়। সুরা

সর্পি আদি সিন্ধু, [illegible] সপ্তসিন্ধু, না দেখি এ [illegible]থ ইন্দু, প্রেম সিন্ধু [illegible] রয় ॥ রতীপতি রতী আশে, নিত্য বসি [illegible] পাশে, আমি পাব কি সাহসে, মন প্রাণ [illegible]। বিমল অমল তনু, লিখনে অপটু মনু, জ্বলিল প্রেম কৃশানু, শরীর হৃয়া দহিছে ॥ হেরে রতী মন ভ্রমে, আসে পরী মন ভ্রমে, ডগ মগ হৈয়াপ্রেমে নিজাসন স্থাপিল। প্রেমের শরীর যার, অনলে কি ভয় তার, খুলিল প্রেমের দ্বার, পালঙ্গেযে ধরিল। আহা মরি মরে যাই, বলে আর কোথা যাই, নিজবাসে লয়্যা যাই, বলি অমনি উড়িল ॥ পরী সাধ মনে গণি, কতসাধ অনুমানি, চন্দ্রেরে যেন রোহিণী, লইয়া তেম্নি ধাইল। পরী করেগেছে রঙ্গ, কারু হয় নিদ্রাভঙ্গ দেখিল নাহি পালঙ্গ, পাদ্সার নন্দনেরে। কার মুখে নাহি কথা, পেয়ে বড় মনব্যথা, হল যেন মাথা ব্যথা, কহে দ্বিজ বরন্ধে ॥

সন্ন্যাসীর প্রশ্ন পরীসহ বিহার ও অকস্মাৎ এক উদ্যান দর্শন ও ভ্রমণের বিবরণ।

রাগিণী বিভাষ তাল তিওট্।

ধূয়া। শোন গো শোন আমার মনের
কথা শোন গো শোন।

সে কণক বরণে, পড়িলে মনে, আঁকি
ধারে হয় ধারার শ্রাবণ বরিষণ ॥

পয়ার। পরী তখন [illegible] করে গেল বাগে। প্রেম্যান নামেতে গিরী পরী[illegible]।। গিরীর শৃঙ্গেতে হয় পরীর উদ্যান। অদ্ভুত [illegible] তথা বিহারের স্থান। নিদ্রাভঙ্গ হৈয়া আমি চারিদিকে চাই। আপন স্বজন কারে দেখিতে না পাই।। না দেখি আপন স্থান নাহি নিজগৃহ। কি গ্রহ হইল এত বড়ই নিগ্রহ।। কোথা আসিয়াছি আজি না দেখি উপায়। ব্যাকুল হইয়া আমি কান্দি উভরায়।। মস্তক শিয়রে আছে পরী দাণ্ডাইয়া। ধণীর মধুরধ্বণি কহিছে হাঁসিয়া। আশ্চর্য্য হয়েছ কেন না করিহ ভয় আনিয়াছে ভগবান জানিহ নিশ্চয়।। তোমায় নয়নে আমি হেরেছি যখন। তব প্রেমজালে বদ্ধ হয়েছি তখন।। সকল বৃত্তান্ত পরী কহিল আমায়। "আনি য়াছি উড়াইয়া আমি হে তোমায়।। মাতা পিতা লাগি আমি কান্দিয়া ব্যাকুল। পরীর মনেতে বড় হতেছে আকুল।। সর্ব্বদা শয়নে থাকি কিবা রাত্রি দিন। ভাবিয়া কাতর তনু ক্ষীণ দিন দিন। পরীবলে যুব-রাজ কেন দেখি ক্ষীণ। কিসের ভাবনা এত ভাব দিন দিন।। কহিনু পরীরে আছি বন্দিবত্ হয়্যা। ধীবর জালেতে মীন রেখেছ ঘেরিয়া।। পরীবলে শোক পরিহর দূরকর। বেড়ায় সচ্ছন্দে তুমি নিয়ম প্রহর।। তোমাকে তুরঙ্গ এক দিব পক্ষিরাজ। এক প্রহর কাল তুমি করিবে বিরাজ। কিন্তু এক একরার লিখিয়া দেহ তুমি। নাবাব আপন দেশে আজ্ঞা অনু-

রুপি ।। সলিমান ... সহ তুরঙ্গ যোগায় । পক্ষি-রাজ আনাইয়া ...রে দেখায় ।। দুইপাখা দুইপক্ষে বিখির ...। শীতল প্রকৃতি ভাব লোহিত বরণ ।। এইরূপে কিছু দিন হইল যে গত। বিরহী যে ছিল পরী হয় মন মত ।। অবনী হইতে গতি পদ্মিনীরপতি পক্ষিরাজ আরোহণে করিব যে গতি ।। মিষ্টমুখে মিষ্ট হাসি পরী মিষ্টভাষী। মিষ্টরসে রুনীপরী মিষ্ট রসে হাঁসি ।। পরী যেন পাড়িফুল হাতে লয়ে ফুল। করে করি করে ধরি ছড়াছড়ী ফুল ।। খুলিল মনের খিল খিল লাগাইল। মনোবেগে চিদাকাশে তুলিয়া লইল ।। চতুর্বিধ রতীরঙ্গ শিখাইল পরী। রীত বিপরীত লতাবন্ধন আসুরী ।। পরম রূপসী পরী বিদ্যাধরী জিনি। পাখাতে খেয়েছে মাথা পরী বিনোদিনী ।। বরাজীত পক্ষরাজে বিরাজ করিয়া। প্রহরের পর আসে সময় জানিয়া ।। নিত্য নিত্য নুতন রসেতে করি কেলী। পরীর বাড়ীছে কত উল্লাস প্রণালী ।। প্রতিদিন যায় দিন, এইরূপে যায়। সে কথা কহিতে মম প্রাণ ফেটে যায় ।। শুনগো সন্দর্প ভাব সে সব কাহিনী। শুন তবে বলি শুন নবীন যোগীনী ।। খেন্থর রেন্থর কাল আগত হইল। পক্ষি রাজ সম্মুখেতে আসিয়া মিলিল ।। অবিলম্বে আরো-হণ হইয়া তখন। ছাড়াইয়া কিছু দূর করিতে গমন ভ্রমণ করিয়া চলি আনন্দ মতেতে। দেখিলাম মনো-উদ্যান চক্ষেতে ।। দেখে বাগানের শোভা হরে

অন্ধকার। নিরমল মরকত [illegible] অন্ধকার। স্থানে স্থানে ফুটে ফুল সৌরভ বহিছে [illegible] দিক পরিপূর্ণ আকুল করেছে॥ কত জাত পারিজাত ফুটেছে সুজাত। মধুলোভে অলিকুল করে গতায়াত॥ অশোক কিংশুক হেরে মন শোক হরে। মুঞ্জরীছে নূতন পল্লব থরে থরে॥ বহিছে মধুর ঝড় রসাল পবন। নিরস যাইলে তথা রসে তারমন॥ নীল পীত রক্ত শ্বেত বৃক্ষ পরিপাটী। ফলিছে উত্তম ফল অতি পরিপাটী॥ অমৃত রসাল ফল অপূর্ব্ব রসাল। ফলফেটে রসছোটে এমনি রসাল॥ সুরাসুরে সুরপুরে তথি আছে সুধা। সে পুরী যে সুরপুরী হেরে যায় ক্ষুধা কত লতাবৃক্ষ কত কিয়ারী করেছে। বাদলা বেষ্টিত করে তবকে ঘেরেছে॥ পবন হিল্লোলে জল বহিছে লহরী। লহরে পড়িছে জল কৈতে বলিহারি॥ ফুয়রায় উঠে জল ঝলকে ঝলকে। যেন মতি মুক্তা দাম পড়িছে ফলকে॥ গগণের তারা যেন হয়ে তড় বড়ী। ধরায় পড়িয়া জল হয় ছড়াছড়ী॥ অধ হৈতে উঠে জল কলের যোগেতে। গড়াইয়া যায় নীর সকল ঘরেতে। স্ফটিকের স্তম্ভদিয়া চান্দনী করেছে। জলের হিল্লোলে বড় শোভা আরোপিছে॥ বাগানের চারিদ্বার কপাটের জ্যোতী। বিচিত্র গঠন হেরি অপূর্ব্ব আকৃতি॥ কাঞ্চন বরগা ছাওয়া কাঞ্চনের ইট্। কারনিশ কারচুপী দেখি অতিনিট্॥ মেজেতে বিছায় শ্বেত প্রস্তর এমনি। দিলে পদ তায়

পদ পিছলে [illegible] মকমলে মণ্ডিত সিঁড়ী চুনী পান্না ফুলে। [illegible] অলিরাজ বিরাজিয়া বুলে॥ বিবিধ [illegible] শ্রেণীবদ্ধ মত। সম্মুখে চান্দনী শ্রেণী অতি [illegible]॥ চন্দ্রাতপ ঝালর বেষ্টিত চারিপাশে দেখিতে অপূর্ব্ব শোভা বিনোদ আয়াশে। পাখীকরে গতি করে গজেন্দ্র গমনে॥ কেহ লহরের জলে দোলায়ে চরণে॥ দেখা দেখি হেরা হেরি ফিরায়ে আয়না। সে চক্ষে পড়িলে কিন্তু বিপক্ষে ফিরে না॥ অপাঙ্গে করিছি দৃষ্টি সব নিরীক্ষণ। ক্ষমকে ঠমকে যাই অতি সঙ্গোপন॥ অপরূপ হেরে তবে আশ্চর্য্য হইনু। আপনা আপনি বড় বিহ্বল হইনু॥ তদ্দ-পরে দৃষ্টিহই করিয়া যতন। দেখি যে আশ্চর্য্য পুরী দেবের রচন॥ কি শোভা পুরীর শোভা বর্ণনা না যায়। অনুক্ষণ নিরীক্ষণে মূর্চ্ছাগত প্রায়। নি-র্ম্মলত্ব দ্বিজরাজ যেন পূর্ণামসী। নক্ষত্র মধ্যেতে আছে অন্ধকার নাশি॥ এমন গঠন পুরী একথাদি চাঁদ। অমল বিমল অতি নির্ম্মল সে ছাঁদ॥ দর্পণে তপনে যেন প্রতিবিম্ব আভা। তদ্রূপ স্বরূপ তায় বাহিরায় প্রভা॥ সিতাসীত নহে পক্ষ সম রাত্র্যাদিন। চক্‌মক্‌ নির্ম্মল কিরণ নিশি দিন॥ থাকিয়া বৃক্ষের আড়ে দেখি সমুদয়। বিস্ময় হইনু দেখি বিষেয বিস্ময়॥ মৃদু মন্দ করে গতি দ্বারে উপনীত। কপাট খুলিনু অতি হৈয়া সশঙ্কিত॥ একেত মানব দেহ মানব স-ন্তান। পাইয়া আনন্দ হয় মানুষের প্রাণ॥ পরী

গৃহে থাকি পত্নীসঙ্গে সহবাস না দেখে মানবগণ মানস উদাস ।। বৃক্ষতলে থাকি যে গোপাল আচার্য্য বলে আর থাকে না গোপ

সন্ন্যাসীর প্রশ্ন পাদসানন্দিনীর রূপ বর্ণনা ।

রাগিণী দেশ মল্লার তাল মধ্যমমান ।

ধুয়া । তোমার মুখের উপর তারূপের
কথা বলিবো কি এক মুখে ।
অনন্ত পারে না পারে অনন্ত অনন্ত মুখে ॥

পয়ার । ফনিমণি অভরণ মুক্তযুক্ত বেনী । বিং শ্রেণীতে প্রস্ফোটিত কুমদিনী । মৃগরাজ বিরাজি মধ্যদেস ছলে । কাঁপিছে অটবি মাঝে পবন হিল্লোলে নবাঙ্গি কুরঙ্গি রঙ্গে করিতেছে রঙ্গ । রসে তর তনু অস্থির অনঙ্গ ।। যেন বৃন্দুগিরিশৃঙ্গ অগাস্তে করে । তোলাআছে নিতম্ব হইতে দুইকরে ।। সং লের এক ভাব দেখিয়া ভারতি । অগস্ত গমনে সবাকার পতি ।। হিমকর নিকর অতি অমিত বদ মুখচন্দ্রে চন্দ্রআভা সমান কিরণ।। বাহুলতা আ লিত অঞ্চল ধরায় । অশ্রুধারা বহে হেরে প্রে ধারায় ।। বেষ্টিতা চৌদিগে ঘেরা সখীগণ মাঝে । কৌতুকে আছে বসি করিয়া সমাঝে ।। তারমধ্যে দৃষ্টি করি হয়্যা স্থীর । দেখিয়া বিদ্যুৎ বরণি কাঁপিল শরির ।। নবমেঘ কোলে যেন হয় গেছে আলা । এক

...লে শত শত ...মালা।। শত সৌদামিনী যদি মেলি ... তথাচ সে রূপসীর রূপ তুল্য নয়।। ...শি ...লে অতুলনা মুখ। আহা মরি ... ইকি ... চারিমুখ।। সয়ম্ভু বিধাতা বেদ লিখিছেন যুক্তি।, হেরিয়া দসনপাতি যেন সেই উক্তি।' বর-লক সম মাঝা ইকি অপরূপ। কাণ্ঠত কুন্তল ভাগে ...গে কামকূপ।। হইলাম মোহ আমি দেখে হাব ...ব। বুঝিতে না পারি কিছু সুন্দরির ভাব।। সু-...দ্ধ আনিয়া চিত্রে করিয়া গনন। করিতেছি বিবেচনা ...দ্ধ বিতবণ।। ক্ষীরোদ মন্থন করে আদি শুরাসুরে ...রাখে ক্ষিরোদ মন্থে দেবতা অসুরে।। ধম্বন্তরী ...শ্মী আদি উঠে কত রত্ন। বিভাগ করিয়া নিল ...দি দেব রত্ন।। সেসে উঠে উদ্যান সহিত এইপুরী ...নব কুমারি হয় ক্ষীরোদ কুমারি।। শুধার লাগিয়া ...দ দেবতা অসুরে। দেখিয়া হইল চিন্তা দেবপুরন্দরে ...ড়াকাড়ি করে শুধা দেখি চক্রপাণি। ধরিল মোহন ...প ত্রৈলোক্য মোহিনী।। দেখি বিশ্বনাথ মোহে কামে ...য়া রত। ধাবমান দ্রুতগতি পশ্চাৎ প্রস্তুত।। ...র বেশ সম্বরণ হৈলা অন্তর্দ্ধান। বিধি দেখি প্রীতি ...ত্ত করেন নির্ম্মান।। শুধার আধাব বক্ষে কলস যুগল। দেখিয়া সফল হৈল লোচন যুগল।। কিন্তু ...ম মনে এক সন্দেহ রহিল। মন্থিবার কালে ঘোর গরল উঠিল।। সেবিশ না দেখি বিশ নাপাইল স্থানে ...না ... বিশ কালকুট কোনস্থানে।। বিরলে

গড়িয়া বিধি লুকায়ে রেখেছে। [illegible] না ত্রিভুবনে সৃষ্টি করিয়াছে।। বিতর্ক করিয়া মনে [illegible] অতোলক্ষ্য হেনকালে আমা প্রতি করে সবে লক্ষ্য। [illegible] হইয়া তারা করে হেরা হেরি। বলে হবে বুঝি কারি [illegible] কাণ্ডারি।। অঞ্চলে মুখ ঢাকি মারে নয়ানবাণ। ক- নকে চমকে করে আলয়ে প্রস্থান।। ধরাপরে ধরা ধরি করে ধিরি ধিরি। নিতম্ব দোলায়ে যায় ভুবা- পসারি।। চন্দ্রহারে চাঁদ থানা চন্দ্রসম জ্বলে। সে ছাঁদ দেখিয়া চাঁদ দিবানিশি জ্বলে।। রণাৎকার ঝনাৎ কার কঙ্কনের ধ্বণি। চরণে নুপুর ধ্বণি ছলে করেধ- রতন নির্ম্মিত ঝাঁপা মালতির মালা। দিবাকর [illegible] কর দেখিতে উজ্জ্বলা।। সে যুবতি করে গতি চপলা- গতি। উপনিত আপন মন্দিরে গুণবতি।। ভাবিয়া ভাবান্তে দেখি বিপরিত হলো। জয়ন্তে থাকিতে প্রা- দেহান্ত হইল।। নিলোৎপল নয়নি যে হৃদয় মাঝারে সুচারু নয়ানে শর চলে গেল মেরে।। কালকূট স- শর দৃষ্টি দেখি চখে। রেখেছে বিধাতা বিশ রমণি- চখে।। অঘোরনাথ অঘোর গরল করি পান। অ- দ্যাপি আছেন তাঁর নাহি যায় প্রাণ।। রমনির বিশ সিন্ধু কুটিল কটাক্ষে। বিশসক্তি শেল প্রহারিয়া গেল বক্ষে।। এবিশ না হবে বুঝি বাসকি বদনে। কটাক্ষে- তে তনু ভস্ম বিলোক কাননে।। জনমে জনমে ভোগ হবে এই বিশ। মরিলে নাহিক রক্ষা না ছাড়িবে বিশ বসিয়া ভাবনাকরি আর কিবা দেখি। হেন কালে

ঝটিত আইল সঙ্গে সখী ॥ প্রধান সঙ্গিনী হয় সেই রসবতি । আসিতে তোমায় আহ্বান করেন যুবতি ॥ রসকুপ উদ্যানেতে শুনিয়া প্রসঙ্গ । ঐ মুনি করিল আজি লবঙ্গলতার সঙ্গ ॥ তোমার মতন সেই সখি সীমন্তিনী তোমার লাবণ্য সম মধুর কাহিনী । শুনিয়া যোগিনী বাণী সুখের হুকুলে । ছাই মুখে মুছিলেক অম্বর হুকুলে যোগীবর বলে শুন মিলন কথন । দারিদ্রে পাইল যেন করেতে কাঞ্চন ॥ ইঙ্গিতে কহিছে বিবি কি হেতু বলনা । কহিতারে বিবরিয়া শুনগো ললনা ॥ বিস্ময় হইয়া প্রিয়ে অনেক নিন্দিল । সেইদিন সেইমত হইয়া রহিল ॥ বাজিল প্রহর আমি শুনিয়া শ্রবণে । বিদায় হইনু পরে করিয়া ক্রন্দনে ॥ পরীর নিকটে যেন যাই প্রতি দিন । রীতমত উপনীত হই সেইদিন সেখানে খোলসা পাই করে নানা ফন্দি । এখানে পরী চাতরে প্রেম জালে বন্দি । পরীর সহিতে কাটি দুখের সর্ব্বরি । প্রাতঃকাল হয় অস্ত গেল বিভাবরি ॥ নতুন প্রেমের কথা উঠে কতমনে । মনে মনে রাখি কথা পোড়ে মনাগুনে । পিরীতের চখে চখে যদি কেহ করে । প্রাণযায় যদি তবু ভুলিতে না পারে ॥ লোকভয়ে ছাড়াছাড়ি দেবে হয় যদি । অন্তঃসিলা বহে যেমন কোন কোন নদী । বলি দিন কাটিবে কেমন করে দিন । কেমনে যাইব তথা ঘুচিবে দুর্দ্দিন ॥ মুহুঃমুহু সূর্য্য পানে করি নিরীক্ষণ । সর্ব্ব দা ভাবনা করি চিত্ত বৈলক্ষণ ॥ পিরীতের সন্নিহিতে

যে মন্মথেরে খেয়াই। দিনমান [illegible] দেখিবারে পাই॥ কখন গৃহেতে বাস কখন [illegible]। কখন মেঘেতে দৃষ্টি কখন বাহিরে॥ ভাবিতে [illegible]তে অগ্রে হইল তপন। চলি জান পক্ষরাজ করি আরো-হন উপনীত হইলাম সঙ্কেত কাননে। ভাবিয়া আ-কাশ হয় স্বীয় মনে মনে॥ দেখি রূপসীর রূপ কিবা চমৎকার। বৃষ্টির পরেতে রৌদ্র তেমতি আকার॥ আহ্বান সমাদরে বসায় পালঙ্কে। দ্বিজবলে শুনে মও প্রসঙ্গের সঙ্গে॥

সন্ন্যাসীর প্রশ্ন পাদসা
নন্দিনী পরী সম্বোধিয়া কুমারের
প্রতি বাক্যছল বিবরণ।

রাগিণী খাহার তাল কাওয়ালি।

জন্মেরমত ঘটিয়ে ছিল বিধি এক ঘটন।
অমৃত সাগরেররস সেইহয়েছিল আস্বাদন॥
সে ললনার চিন্তানলে, চিদাকাশে চিতা
জ্বলে, বিরহ নয়ান জলে, নাহয় নির্ব্বান।
পুড়েত হইছে দেহ থাকতে জীবৎমান
নিলবরণ হতেছে বরণ চর্ম্ম বর্ম্ম মোক্ষমান॥

ত্রিপদী। সঙ্কেতু যে দাসীগণে, লয়াযায় যে নি-র্জ্জনে, মছনন্দ পরে বসাইল। পরে ধরি করে গতি, চঞ্চল মড়াল গতি, নয়ানে নয়ানে পড়ে গেল॥

লহক লোবাণ্ড কায়, সিহরিয়া জকায়, হেসে মুখে বসন ঢাকিল। হেরিয়া তাহার লজ্জা, যে দেখি বাসর সজ্জা, প্রেম ধ্বজা উড়িতে লাগিল। করে করি কর্ষণ, করে কর করিগ্রহন, সে ধনিরে ধরাধরি করি প্রিয়ে বলে ছি ছি নাথ, কেন মিছে ধর হাত, উৎপাৎ ঘটিবে দেখলে পরী॥ একফুলে পিয়ে মধু, হেসে হে পরীর বঁধু, মিছে রঙ্গ কেন কত্তে এলে। তুমি এসেছ এখানে, যদি পরী ইহা শুনে, মরিবে প্রাণে বিচ্ছেদ অনলে॥ যাওযাও ফিরে যাও, আর মিছে ফিরে চায় মনবাঁধা আছে যার প্রেমে। মোরে করিবে উচ্ছিষ্ট, তুমিহে হও উচ্ছিষ্ট, কাযকি এত বৃথা পরিশ্রমে॥ পরী পাবে মনে খেদ, ঘটিবে আশু বিচ্ছেদ, প্রেম পিঞ্জর শূন্য যে হইবে। কালেতে পাইব খোঁটা, মস্তকে অম খোঁটা, দেশে দেশে অখ্যাতি রটিবে॥ ক্ষণেক সুখের লাগি, হইব দুঃখের ভাগী, ভূতের বোঝা বয়া মাত্র হবে। নির্ব্বাণ অনল জ্বালি, বারেক আহুতি ঢালি, পুনঃ তাহা নিভাইতে হবে॥ পরী করে প্রাণ পোন, তোমায় অর্পিয়া মন, তবস্নেহ জালে ঘেরা আছে। তারে করি প্রতারণ মম প্রাণে আঘাতন, আমার ললাটে এই আছে॥ পুরুষ সুখের নিধি, গঠন করেছে বিধি, নারীহয় দুঃখের ভাজন। নতুন সুরস পান, নব প্রাণেশপে প্রাণ, সেসে প্রাণ করহে হরণ॥ সতি থাকে কুলাঙ্গনা, গঞ্জনা দেয় গুরু জনা, পদেপদে কত ধরে দোষ। নারীর জনমে ছাই, পরাধিনা সর্ব্ব-

দাই, তিলেকেতে না পায় মস্তোষ ।। মনে যে হং খিৎকার তবপ্রেমে নমস্কার, প্রেম নজরে আছ হয়্যা বন্দ । এখনি তো যাবেচলে, প্রহর নিশি হইলে, পরী হৃদি কারাগারে বন্দ ।। তবকরে তুলে প্রাণ সমগত হবে প্রাণ, খালকাটা নীর কে আনিবে ঘরে । আ কুলে না পাব কুল, লাঘেহতে যাবে কুল, ভাসিতে হবে বিচ্ছেদের নীরে ।। কিছুদিন বাড়াবাড়ি, পরে হবে ছাড়াছাড়ি, কান্দে হবে বিরলেতে বসি । তক্ষের মাতা বত, গুমরিয়া অবিরত, আহা উহু করে দিবানিশি খণী এত কথাবলে, অঞ্চলে মুখ ঢেকে ছলে, পঞ্চশরে তনু জ্বর জ্বর । কহিছে হৈয়া সুস্থীর, নয়নে প্রেমে নীর, ও বারতা কর পরিহর ।। মৃত্যু দেহে খড়্গা ঘাত, কিবা তাহাতে সুখ্যাত, কেন প্রাণ বধ বিনো দিনী । অনুগত যে আশ্রিত, ইহ জনমের মত, চির কাল রহিলাম ঋণী ।। অন্য ঋণী তো হইলে, বাঁচি তাম পালাইলে, তব ঋণ গলে বা কি হয় । মনে তুমি কর বোধ, আমার জনম শোধ, বেঁচে থাকিতে ছাড় ছাড়ী নয় ।। তৃষীত হইয়া আশা, তবপ্রেম লাভে আশা, অশা আশা মনেকরি আশা । মম অঙ্গে দিয় অঙ্গ, প্রিয়া কল্লে অঙ্গসঙ্গ, তবে আমার ঘুচিবে পিপা সা ।। তোমা ছাড়ি গিয়া তথা, ধর্ম্ম জানে মর্ম্মে ব্যথা দুঃখে পরীর সঙ্গে সহবাস । রোগী যেমন নিম্ খায় তে মতি ছিনু শয্যায়, দ্বিজবলে কে করে বিশ্বাস ।।

সন্ন্যাসীর শেষ উপাখ্যানের বিবরণ।

রাগিণী বেহাগ তাল ঠেকা।

ধুয়া। যে তপ্তেতে বঞ্চি নিশী দিন্।
দুঃখ শোক যাতনামাত্র সঙ্গে এই তিন॥
হেরি চৈতন্য অম্বরে, চৈতন্য নাহি সম্বরে
অধৈর্য্যেরে করে ধরে, হইয়া বেড়াই
উদাসীন্।

যমকপয়ার। শুনদ্বিজরাজ মুখী, শুনদ্বিজরাজ মুখী
যে শুনিবে মম দুঃখ মর্ম্মে হবে দুঃখী॥
সেই বালিকা কামিনী, সেই বালিকা কামিনী।
অভিমান ভাঙ্গিতার করে যোড়পাণী॥
প্রেম ক্ষীরোদ সলিলে, প্রেম ক্ষীরোদ সলিলে।
হৃদয় কণক গিরি ভাষে রূপজলে॥
স্বীয় বিদ্যুত শতদলে, স্বীয় বিদ্যুত শতদলে।
প্রবেশ করিলা তপ্ত কণক কমলে॥
নীল দ্বিগুণ পঞ্চদল, নীল দ্বিগুণ পঞ্চদল।
প্রফুল্ল হইল তবে দুই দশদল॥
হয় সোম বারী পতন, হয় সোম বারী পতন।
অহঙ্কার সহ চূর্ণ হইল তখন॥
প্রিয়ে সেই পরদা নসি, প্রিয়ে সেই পরদা নসি।
বেপরদা হইল বালা রতীর প্রেয়াশী॥

কাল হতেছে যাপন, কাল হতেছে যাপন।
এমনে সময় শুনি প্রহর বাজন ॥
যাহা হইয়া ছিল সেই, যাহা হইয়া ছিল সেই।
তার পর শুনকিছু ওগো রসময়ি ॥
মনে পড়িলে সে কথা, মনে পড়িলে সে কথা।
অন্তরে রয়েছে গাঁথা কুমারীর কথা ॥
আমি এলেম্ যখন, আমি এলেম যখন।
সুন্দরী আমার অঙ্গী করিল ক্রন্দন ॥
বলে শুন প্রাণনাথ, বলে শুন প্রাণনাথ।
যা জান তা কর নাথ দোহাই জগন্নাথ ॥
চল আমারে লইয়া, চল আমারে লইয়া।
ওহে প্রাণকান্ত মোরা যাই পালাইয়া ॥
নাথ ছেড়ে তো দিবনা, নাথ ছেড়ে তো দিবনা।
ছেড়ে গেলে আমি কিন্তু প্রাণে বাঁচিবনা ॥
তারে বুঝায়ে কৌশলে, তারে বুঝায়ে কৌশলে।
ছাড়িয়া চলিনু ভাসি নয়নের জলে ॥
পরীর অব্যাহত গতি, পরীর অব্যাহত গতি।
কেমনে জানিল মর্ম্ম এসব ভারতী ॥
তবে গর্জ্জনেতে পরী, তবে গর্জ্জনেতে পরী।
তোমাকে এখন আসি শিখাইব পরি ॥
তুমি চড়ি পক্ষরাজ, তুমি চড়ি পক্ষরাজ।
ছেণালের সঙ্গে যাও করিতে বিরাজ ॥
ভাল করে এলে মজা, ভাল করে এলে মজা।
এখনি তোমারে তার দেখাইব মজা ॥

দিলে যেমন যাতনা, দিলে যেমন যাতনা।
তোমারে যে দিব আজি অঘোর যাতনা ॥
সেই পরী নিদারুণ, সেই পরী নিদারুণ।
ডাকিল অনেক ভৃত্য অতি নিদারুণ ॥
এর না বধ জীবন, এর না বধ জীবন।
নিবিড় গভীর কূপে করিবে ক্ষেপণ ॥
শুনি লইয়া চলিল, শুনি লইয়া চলিল।
অবিলম্বে সেই কূপে নিঃক্ষেপ করিল ॥
মম সঙ্গেতে সাজিল, মম সঙ্গেতে সাজিল।
সেই সুন্দরীর বিচ্ছেদ দূত সেই মাত্র গেল ॥
সেই নির্জ্জল নির্জ্জনে, সেই নির্জ্জল নির্জ্জনে।
পড়ে অন্ধকার কূপে ডাকি ভগবানে ॥
সেই ক্রন্দনের ধ্বণি, সেই ক্রন্দনের ধ্বণি।
আপন ক্রন্দন মাত্র আমি মাত্র শুনি ॥
কথা কৈতে বাড়ে খেদ, কথা কৈতে বাড়ে খেদ।
কূপের যাতনা আর কামিনী বিচ্ছেদ ॥
কোথা রহিলে সুন্দরী কোথা রহিলে সুন্দরী।
পড়িয়া দারুণ কূপে বুঝি প্রাণে মরি ॥
কূপে নাহি ছিল জল, কূপে নাহি ছিল জল।
কূপে লোচনের জল পরিপূর্ণ হলো ॥
কোথা রৈলে প্রাণপ্রিয়ে, কোথা রৈলে প্রাণপ্রিয়ে
না হইবে আর দেখা দুঃখে দহে হৃদয়ে ॥
গেলে দুই চারিদিন, গেলে দুই চারিদিন।
নিঃক্ষেপ করিত কূপে হলে কোন দিন ॥

এক প্রস্তর ঢাকিল, এক প্রস্তর ঢাকিল ।
পর্ব্বতে পর্ব্বতে যেন ঘর্ষিত হইল ।।
হয় দ্বিগুণ তমসী, হয় দ্বিগুণ তমসী ।
হায় কোথা রহিল সে পরাণ প্রেয়সী ।।
কাটে এইরূপে কাল, কাটে এইরূপে কাল ।
নির্ব্বাস করিনু এই মরণের কাল ।।
ডাকি সত্য নিরঞ্জন, ডাকি সত্য নিরঞ্জন ।
নিরাশ্রয়ে করপার শ্রীমধুসূদন ।।
ডাকি করুণা সাগরে, ডাকি করুণা সাগরে ।
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ এ কূপ সাগরে ।।
ক্রমে গত কিছুকাল, ক্রমে গত কিছুকাল ।
কালহরণ করিলেন বুঝি মহাকাল ।।
তবে শুন একদিন, তবে শুন একদিন ।
সুষুপ্তি আচ্ছন্ন আমি হই সেই দিন ।।
বলে পাবে সে কামিনী, বলে পাবে সে কামিনী ।
অকস্মাৎ শুনি তত্র এই মাত্র ধ্বনি ।।
মম আকর্ষিয়া কর, মম আকর্ষিয়া কর ।
কূপ হৈতে উদ্ধার করিল তদন্তর ।।
যেমন চপলা মেঘেতে, যেমন চপলা মেঘেতে ।
আলোমাত্র দেখিলাম নয়ন পথেতে ।।
তবে স্মরিয়া শ্রীহরি, তবে স্মরিয়া শ্রীহরি ।
তথা হৈতে তৎক্ষণাৎ করিনু শ্রীহরি ।।
ধরি সন্ন্যাসীর বেশ, ধরি সন্ন্যাসীর বেশ ।
ভ্রমণ করিয়া থাকি দেশান্তর দেশ ।।

দিয়া শরীর প্রেমে কাঁটা, দিয়া শরীর প্রেমে কাঁটা
শিরেতে করেছি ধারণ সন্ন্যাসীর জটা ।।
বাহা সন্ন্যাসী কহিল, বাহ! সন্ন্যাসী কহিল ।
শুনিয়া যোগিনী তবে হাসিয়া উঠিল ।।
হলো সাধনা সফল, হলো সাধনা সফল ।
আমায় ফলিল আজি তপস্যার ফল ।।
তবে কহিছে যোগিনী, তবে কহিছে যোগিনী ।
পুরুষ রতন তবে শুন গুণমণি ।।
তবে চল চল চল, তবে চল চল চল ।
শুনিয়া যোগীর হলো আঁখি ছল ছল ।।
ভাল মিলাইল বিধি, ভাল মিলাইল বিধি ।
বিধাতা নাহিক দিলে কেবা পায় নিধি ।।
দেখ তোমার লাগিয়া, দেখ তোমার লাগিয়া ।
আসিয়াছি অকূলেতে বিবাগিণী হইয়া ।।
চল বিলম্ব না সয়, চল বিলম্ব না সয় ।
গোধুলিতে যাত্রা তবে কর রসময় ।।
চল নব গুণমণি, চল নব গুণমণি ।
এতদিন আছে কি মরেছে হিরাহিনী ।।
পড়ে সন্ন্যাসী ধরায়, পড়ে সন্ন্যাসী ধরায় ।
আকণ্ঠ মগন হয় নয়ন ধারায় ।।
তাঁরে করিয়ে চেতন, তাঁরে করিয়ে চেতন ।
দুর্জনের কথা তবে কহে দুই জন ।।
করি পথে আরোহন, করি পথে আরোহন ।
মন্দ মন্দ মৃদুগতি করে দুইজন ।।

কিছু কহে দ্বিজবর কিছু কহে দ্বিজবর।
শীঘ্র যাও বিলম্ব না কর যোগীবর ।।

সন্ন্যাসীনী সন্ন্যাসীকে লইয়া স্বদেশ যাত্রা।

রাগিণী বাহার তাল কয়ালি।

ধুয়া। আহা সেথা চাঁদে আলোয় জ্বলিছে চাঁদের কোনা। প্রেম খতেনের জের বাকীতে ইস্তাহার বিচ্ছেদ ঘোষণা ॥ তুমি পরীর দারুণ কোপে, পড়িয়া নির্জন কূপে, উত্তীর্ণ হঁয়েছ বটে নিরস কূপে, এবার তোমায় ফেলিব নিয়া সেই রসের কূপে, আরশুনিবনা কাণের শোনা চক্ষের দেখায় যাবে জানা। ছুদিক বাজায় রাখিব বঁধু, তুষ্ট থাকবে কমলবঁধু, কুমদিনীর মুখের মধু, ভুল্‌তে পারিবে না, প্রেমের শিকল কাটিলে তাইতে ধর্ম্মে সইলোনা, এবার অন্তরে নিরন্তর থেকে অন্তর যেন ছেদ করোনা ॥

পয়ার। হিংলাট গিরিবরে করিয়া বন্দন। আনন্দে ঈশান মুখে চলে দুইজন ।। যোগিনী যে কহিতেছে পাদ্সার নন্দনে। সর্ব্বত্যাগী হইয়াছি তোমার

কারণে।। তোমার সঙ্গেতে যদি না হইত দেখা। অবশেষে এই প্রাণ ত্যজিতাম সখা।। গরল খাইয়া কিম্বা থাকি অনাহারে। উপকার করাইতাম শরীর আহারে।। কাননে তোমার লাগি মরিতাম প্রাণে; দিয়েছে সেখানে দিত জীবন জীবনে।। এইরূপ কথোপকথনে যায় বেগে। না জানে আপন দেশ আছে কোন্ ভাগে।। দিবাকর দৃষ্টিমাত্র এই নিরূপণ। নানাদেশ এড়াইয়া করিছে গমন।। দুইখণ্ডেতে এই বিভাগ ইতিহাস। প্রথম খণ্ডেতে আছে এইসব ভাষ অপর খণ্ডেতে আছে মিলন ভারতী। বিহার হইবে পুন যুবক যুবতী।। পথমাঝে নানারঙ্গে তরঙ্গ করিল সাজাদির গোচরেতে হাজীর করিল।। দায়গাল আসামী তোর করেছি খালাস। এখন আমারে বিবি দেওগো খালাস। প্রিয়সখীর আহ্বান পরেতে করিবে। সুসজ্জিত করে তবে ঘরেতে লইবে।। বিবাহ করিয়া শ্রীপাদসার নন্দিনী। নিজদেশে গমন করিবে গুণমণী।। মাতা পিতা দেখে তার আনন্দ বাড়িবে। সুবচনীর পূজা দিয়া পুত্র বধূ লবে।। প্রথম খণ্ডেতে উপাখ্যান অবশেষ। দ্বিতীয় খণ্ডেতে আছে সব সবিশেষ।। সৃষ্টিধর ভট্টাচার্য্য ভাবি সনাতন। যোগীন্দ্রবেশ গ্রন্থ হৈল সমাপন।। ভূপাল গণের হওু জয়যুক্ত রব। জিতী নিতী পরিপূর্ণ। সম্বেতে বৈভব।।

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ

বিজ্ঞাপন।

এই যে ভারতবর্ষান্তর্গত রাঢ়বঙ্গে সুবিখ্যাত পরগণার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ট পরগণা ভুরিশ্রেষ্ট কিন্তু উক্ত পরগণার সামিল পশ্চিম সিমানা জগন্নাথপুর গ্রামে এই গ্রন্থ কর্ত্তা কবির পূর্ব্ব নিবাস ছিল। কিয়ৎকাল বসতি সেকরাহাটী গ্রামস্থল দ্বিজবর পালধি বংশীয় কিন্তু ভাবক সুরসিক রসজ্ঞ বিজ্ঞজন গণ সমীপে প্রার্থনা এই যে আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া সাহস প্রদান করিবেন আর অশেষ গুণগ্রাহক জন হইলে নীর পরি-ত্যাগে হংসের ন্যায় ক্ষীর রসাস্বাদন গ্রহণ করিবেন প্রসঙ্গ ইতি।

অলাঙ্করিক মূল্য ।।৵০ নয় আনা